# হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

সথীসংবাদ প্রকাশনী
৪৬।৪ ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা ৩৩

‘কবিতা থেকে মিছিলে’-র লেখক, বন্ধুবর

শ্রী অশোক মিত্রকে

## হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ ঃ ১ ঃ মহড়া



## হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ ঃ ২ ঃ পথ

## হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ : ৩ : গ্রাম

# হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ : ১ : মহড়া

# খুপরি থেকে দেখলাম

বেগনি শাড়ি পরে ঐ যে-মেয়েটা চলে গেলো রাস্তায়— ঐ যাকে আমার তেতলার খুপরি থেকে দেখলাম— হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তাকে একদিন চিনতাম। কিন্তু জোর করো না, সঠিক বলতে পারবো না।

আমার ভাই কেবলি সব কেমন গুলিয়ে যায় আজ, তাই অমন করে আর এসো না, বলো না, একে চেনো, ওকে চেনো, তাকে চেনো ?

এত চেনার কী আছে এই বুড়ি শহরতলিতে, জানি না— সব এক, কী ভীষণ এক, নারীগুলোর সেই একই শূকরীর অন্তর, পুরুষগুলোও সমান, সবুজ একটা গাছ কোথাও নেই। কী আছে চেনার, চারিধারের প্রকাণ্ড পরিখার এই অতি পরিচিত সীমানায়।

অচেনার হাওয়া না লাগলে চেনায় পরিচয় জমে না বলেই আগে ঐ পরিখাটাকে সরাও, ভাঙো— এসো আমরা সকলে ভাঙি, পাতা ওল্টাই জীবনের, একটু সজীব সুস্থ প্রেম করি মানুষে-মানুষে, লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর ঘণ্টাটা বাজাও— তখন পরিখার ও-পারে যে-আশ্চর্য স্নিগ্ধতার অরণ্য আছে, বা কে জানে কোন বহ্নিমান মরুভূমিই আছে, দেখা যাবে আমাদের চেনা সূর্যালোক সেখানে কোন রঙে পড়ে।

দ্যাখো তো, ভেবে আমি এখনই আকুল, আমাদের চোখ সেদিন কী পাগল-পারা নদী, ছুটছে উধাও।

আজ নয়, তখন বন্ধু এসো এই খুপরিতে, আবার নতুন করে বলো, একে চেনো, ওকে চেনো, তাকে চেনো ?— আমন্ত্রণ রইলো।

# কৃমি

জানি ও কী বলতে চায়, যেটা কিছুতে বলবে না, কারণ সাহস নেই; তবু বলতে আসবেই, আমাকে একলা পেলেই—

পাড়বে পাঁচ শো প্রসঙ্গ, যেমন 'আমি ভালো তো?' বা 'কাল ঝড়টা হয়ে বাঁচা গেছে' ইত্যাদি, পরে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে জিলাপির রাঁধুনের মতো প্রাণান্ত কসরৎ,

সরাসরি কথাটা কখনো নয়, শুধু আভাস ইংগিতের অলি-গলি, আমার মনটা জানতে চাওয়া—

ওর কসরৎটা দেখতে নির্ভেজাল মজা পাই বলেই আমিও খেলায় নামি, মন খোলার নামও করি না, ঠোঁটের কপাট বন্ধ করে শুনি আর ওর গুমট ঘামের মুখের দিকে চেয়ে ভাবি,

ওখানেও একটা ঝড় হয়ে গেলে ভালো হয়।

জানি, ও নিজেকে নিজেই ঘৃণা করে, পাঁকের কৃমি, তাই এত ভয়, তাই টিকিটি নেই আমাদের এই লক্ষ মানুষের সভায়, আজ সূর্যাস্তের সামিয়ানার নিচে,

রাত্রির যাত্রার প্রস্তুতিতে।

## সোনা বউ

উঠে আসার সময়, সোনা বউ, বলো তুমি ভালোবেসেছিলে— আঁখিতে এনো, একবার সোনা বউ, ছল ছল সন্ধ্যার রূপ।

সেটা দরকার আমার যাত্রার আগে, তাইতেই পথের গাছ-ফুল-ঘাস-পাখি-হাহাকার অর্থ পাবে। যে-মৃদঙ্গ বহন করবো, তা যেমন নিজেও বাজাবো, বাজাতে দেবো সাথীদের অগণ্য অন্যান্য হাতে।

তাদের তুমি দ্যাখোনি, সোনা বউ, তাদের তুমি চেনো না— তবু অস্তসূর্যে যখন প্রায় পৌঁছে গেলাম বলে, দূর থেকে চোখে পড়ে কৃষ্ণকলির ঝাড়, আনন্দে গান গেয়ে ওঠার আগে শুধু আমার প্রতিই নয়, তাদের প্রতিও তোমার করুণার কথা যেন জানাতে পারি।

আর কী আশ্চর্য দামামা তখন বেজে উঠবে, ভাবো তো সোনা বউ, আকাশের কী মুখর করতালি আমাদের আগমনীতে। ধানখেতের ঘাড়-বেঁকিয়ে-তাকানো সচকিত ময়ূরও জানবে, এই গায়ের-রক্ত-জল-করে-হাঁটা মানুষ-গুলো নিতান্ত অভাগা নয়, তাদের স্মরণে দূর মধুর গাঁয় কোথাও কার চোখে ছল ছল সন্ধ্যা।

জেনো সোনা বউ, তখনি গন্তব্যের সে-পান্থশালা পূর্ণ হবে, যখন আমার-আমাদের চেতনায় জাগবে অভিষিক্ত দৃষ্টিটি তোমার— তার আগে নয়।

আমাকেও চেনো না জানি, এই-ই দেখছো। তবু উঠে যাওয়ার আগে বলতে দোষ নেই— আছে কি ?— ভালোবেসেছিলে।

## পানের দোকানের আয়নায়

আশ্চর্যতম কথা আমার ঘুণ-ধরা জীবনের: ভাষা যে হারিয়ে ফেলেছি একদিন, অনেকদিন, তা ভেবে আর আশ্চর্যও হই না। প্রাণের যাদুমন্ত্রে আর কিছুকেই, কাউকেই, না পেরে ছুঁতে, নিজেকে ছোঁওয়াতে, অবাধ্য আক্রোশে আমার চারিপাশে কেবলি বস্তুপিণ্ড জড়ো হয়, যার অন্যতম এ-অধম— বিনয়টাও শুধু লোক-দেখানো, উদ্ধত— স্বয়ং।

ফিটফাট কোট-প্যাণ্টে, মুখে খই-ফোটা কাফকা-কাম্যুতে, অসভ্য সভ্যতার ধোপে দুরন্ত আমি এক দুরন্ত গোঁয়ার গাধা, বাচাল— ঝকঝকে চকচকে, অপূর্ব অমানুষ। কিছুই বুঝিনি।

সেদিনকার ঘটনাটা তাই ভারি অদ্ভুত, রেস্তোরাঁয়। কাঁটা-চামচের পালা শেষ করে বিল চুকিয়ে বকশিস দিয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ নজরে পড়ে মেয়েটাকে, সাত-আট বছরের, কোণের টেবিলে। কেন, কোন অপরিচয়ের জগত হতে তার মা-বাবা এসেছে এখানে টাকা ওড়াতে, অপাপবিদ্ধ তাকেও এসেছে নিয়ে— কোন বিছেয় কামড়েছে তাদের! টেবিলটায়, ঘরের কারু-কার্যে-কার্পেটে, তারা একখানি অসমান, বেমানান ছবি— এত কর্কশ, এত অপটু, বেসামাল।

তবু কী উল্লাস ছোট্ট মেয়েটার, গোগ্রাসে গিলছে, দু হাত দিয়ে মুরগির ঠ্যাং ছিঁড়ছে। ঘরের অবরুদ্ধ বাষ্প সে হো হো হেসে বার করে দেয় হঠাৎ-হঠাৎ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে, পথে, পরে অনন্ত গগনে। চোখে তার কোথাকার কোন ধানখেত আন্দোলিত, ঘ্রাণ মাটির দূরদূরান্ত ঘাসের— পবিত্রতার সে-দুটি যূঁই ফুল।

দাঁড়িয়ে পড়ি, কী-একটা বিদ্যুতে চিড়িং করে ওঠে আমার অগম গহনের শিরা— নড়ে-চড়ে ওঠে সর্বত্রের খণ্ড খণ্ড বস্তুপিণ্ড, শুনি রক্ত-সঞ্চালন। ইচ্ছা হয়, ছুটে যাই ঐ নামহীনার কাছে, জড়িয়ে ধরি তার ছোট মুখটাকে-

চিবুকটাকে, চুমুতে ভরাই নাক-গাল-কপাল, বলি : মা আমার, দেবি আমার, কতদিন মা বলে ডাকিনি তোমায় !

বলা বাহুল্য, বলিনি কিছুই, নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি আবার অসভ্য সভ্যতার রাস্তায়, পানের দোকানের আয়নায় দেখে ভালো লাগে, মুখের মুখোশটা ঠিক আছে। শুধু, মাঝে মাঝে, নিজেরি মনে-মনে সেই মা বলে ডাকার রেশটা এখনো অস্ফুটে বাজে, যদিও এ-মুহূর্তে মিলিয়ে এলো বলে।

## ভূতের বাড়ি

সাড়ে তিন বছরের পুরোনো ছাতা-ধরা আমসত্ত্বের মতো কথা আমার শরীরে-বগলে-আঙুলে-পাছায় আঠার মতো লেগে আছে, আত্মায় আটকে আছে ঘন গঁদের মতো ; না-বলা না-বলতে-পারা সে-কথায় কেমন এক পচা শবের গন্ধ।

মনে পড়ে যায় রৌদ্রধূসর কোন অপরাহ্ণে কবে দেখা গাড়ি-চাপা-পড়ে পথের ওপর মরে-পড়ে-থাকা একটা কুকুর— কুকুরই তো ?— তালগোল-পাকানো নাড়িভুঁড়ি, ঠিকরে আসা চোখ, কালো জমাট রক্ত চারদিকে।

সেই পুরোনো-আমসত্ত্ব আর মরা-কুকুরসম কথা ঘুরে ফিরে মরে আমার নাসারন্ধ্রে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, শিরায় শিরায় ওঠানামা করে, দুঃস্বপ্নের নেশা জাগায় আমার চলায়। দেহটা হয়েছে যেন ভূতের বাড়ি, তার অন্ধকার বাদুড় আর চামচিকের বিষ্ঠা সস্নেহে লুকায়। তবু একদিন বাড়িটায় মানুষ ছিল, প্রেয়সী হেসেছে, ঝাড়লণ্ঠন জ্বলতো।

আজ যখন নব বসন্তে পাতা-ঝরানোর ডাক— এবং তুমি ডেকেছো, তোমরাও ডেকেছো আমায় মানুষের মিলিত উৎসবে, সদ্য মুকুলিত আম্রকুঞ্জে— এ-কথার নির্মোক আমি যে খসাতে পারি নি।

## দু হাত দূরে কাশবন

যে-নটকে মালা পরিয়ে মঞ্চে তোলা হয়, কিন্তু যে মুখ খোলার অবকাশই পেলো না, কারণ শ্রোতাদের কেউ হঠাৎ থাপ্পড় মেরে তাকে নিচে নামিয়ে আনে হতভম্ব, ও নিচে নামতে নামতে হাজার হলেও যে সান্ত্বনা খোঁজে এই ভেবে : 'আমার তো এমনিতেই কিছু বলার ছিল না, অতএব ?'

ও যে অন্যমনা হয় এ-কথা ভেবেও : 'আমি তো থাপ্পড় মারি নি, ও-ই মেরেছে— তা ছাড়া লোকটাকে যখন চিনিও না, দেখি নি কোনোদিন, তাই অসম্মান কিসের ?'

ও যে খুশি হওয়ার আরো কারণ খুঁজে পায় আশেপাশের আকাশের দিকে চেয়েও— কেন না সূর্যাস্তে পৃথিবীর বধূবেশ তখন, ফিসফিস হাওয়ায় অস্ফুট সানাই, চোখে লাগে কনে-দেখা আলো মাঠের অশ্বত্থের ফাঁক থেকে, কোথায় শীঘ্রই যেন হোমাগ্নি আরম্ভ হবে, দিনের হাত পড়বে রাত্রির হাতে, পুরোহিত মন্ত্র পড়বে—

ও যে ফিরে এসে আবার সকলের সঙ্গে বসে যখন তাকায় শ্রোতৃবৃন্দে এর-ওর অগণিত মাথার দিকে, দ্বিধায়-সন্ত্রাসে আড়চোখে বোঁ করে জেনে নিতে চায় তখনো কেউ তাকে দেখছে কি না লোলুপ কৌতুকে, দেখছে না জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে, ও হঠাৎ নজরে পড়ে দূরে-বসা মেয়েটার মুখের অংশ, কালো সরু নাকের পরে গালের ঢালু মসৃণ উপত্যকার দেড় ইঞ্চি উপরে আসীন ছলছলে জ্বলজ্বলে একটা গোটা চোখ মোহিনী মায়ায় ও আজো অপেক্ষায়— কিসের অপেক্ষায়, কারণ নট তো থাপ্পড় খেয়ে ফিরে এলো মঞ্চ থেকে, অদ্যকার অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত— ও তখন তার মনে হয় ঐ কন্যাই বুঝি বধূ আজ সন্ধ্যায়, চিরবধূ সে চিরসন্ধ্যার, যার প্রতীক্ষার রূপ ধরে ঊষা আসে গোধূলি নামে, ও তার কাছে টুকিটাকি ঘটনার অর্থহীন সময় কেবলি কি হারিয়ে যায় না অতলান্তে, ও তাই যদি যায় তবে কী দাম ঐ দু মিনিট আগের থাপ্পড়ের,

ও যে-নট তখন হো হো করে হেসে ওঠে সকলকে হকচকিয়ে,

অনেকটা তেমনি হাসি আমার পায় যখন আজ সন্ধ্যায় কতদিনের কত পাঁয়তাড়া কষে আসি অবশেষে তোমার দরজায়, কিন্তু যেহেতু আগে জানিয়ে আসিনি ও তুমি হয়তো অন্য কারুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছো শালবনে, ফিরে যাই।

শুধু প্রতীক্ষার শান্তি সমাহিত সত্য দেখি বধূ সেজে বসে-থাকা তোমার বেলফুলগাছটায় : হৃদয় পড়ে রয়, কারুর আসার আছে— সব পথ শেষ হলেও, সবাই চলে গেলেও আরো কেউ থাকবে আসার, অন্তত প্রতীক্ষা থাকবে।

এবং সেই নটেরও যেমন, আজো আকাশ মুখর মিলনে। আমার বোকা মন আসলে চালাক, সব তাতেই খুশি হতে জানে— যদিও মানি নিজের সঙ্গে এ-ভাঁড়ামি না কিছু ন্যক্কারজনক, না তেমন অর্থপূর্ণ, কারণ তুচ্ছতা মুছে কেবলই যায় দু হাত দূরের কাশবনে-শালবনে, ও আরো দূরের বন্যাপ্লাবিত নদীর ঘোষণা-মুখর জাগরণে—

চারিধারে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড জীবনের উদ্বেলিত আমন্ত্রণ।

## কোন মুখে আয়না

যে-আমি চিরকাল কথাকে ভালোবেসেছি, অনেক সূর্যাস্তে কেঁপেছি ও ভেবেছি, কী করে এই রঙ ভাষায় ধরা যায়, সে যখন সেই আমি-র সামনে খুলে দিলো প্রকাণ্ড গুপ্ত কোন শব্দভাণ্ডারের বহুরত্নখচিত দরজা, হঠাৎ চিচিং ফাঁক ও বলল 'নে এবার, এই সব তোর',

স্বভাবতই, আনন্দে-বিস্ময়ে আবার ভাষা হারাই।

জানি না তখন কী পাখি ডেকেছিল বা সূর্যাস্ত কি দুপুর ছিল, বা অরণ্য মেতেছিল কি না জাগরণধন্য কোনো নূপুরের মূর্ছনার মন্ত্রে, তার এই অভীষ্ট সিদ্ধির অবশেষ আশায় যে 'যাক, পেটটা ফুলে ঢোল আর নয়, এতদিনে আমার সব না-বলা বাণীগুলোর একটা হিল্লে হলো'।

সে এক কাণ্ড পরেই, তাণ্ডব পাগলের, খেলা শুরু হয়। গোল-গোল চাকতি কথা, নৌকো বা চৌকো বাক্সের মতো কথা, লাল-নীল-বেগনি এত কথার স্তূপ হার মানায় অপরূপ প্রভায় মণি-মাণিক-মুক্তা। ছুঁড়ি, লুফি, পায়ে দলি, ঘর সাজাই, কথার তাজমহল বানাই। কখনো মিনার, কখনো সেই সমুদ্রের এমন একটি শ্যামল বিস্তার যা কোনো শিল্পী আঁকেনি। কখন অকস্মাৎ, মেঘে-ঢাকা গ্রামের এমন একটি পার্বত্য প্রভাত যার স্বপ্নই শুধু দেখে একবার আমার এক পর্যটক বন্ধু।

তারপরেই সমাপ্তি, কারণ পথ খুঁজে ছোট ভাই ঠিক এসে হাজির, জানাতে যে গতকালের মতোই আজ সকালে দোকানে চিনি নেই, চাল নেই, থাকলেও পাঁচ টাকা কিলো চায় যা দেবার সামর্থ্য নেই, ও আরেক ভাই নাকি খাদ্য-আন্দোলনে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।

নাই বললাম কোন দুর্নিবার নিয়তির অঙ্গুলি-সংকেতে এবার শব্দের খনি কী অন্য নৃত্যের রূপ নেয়— প্রভাত বা তাজমহল, কত কীই না হলো তারা, চিনি বা চাল হতে পারে না? বা যে-চাবুক পড়ছে ভাইয়ের বুকে হয়তো এ-

মুহূর্তেই, তাকে নিমেষে করে তুলতে পারে না পুষ্পরজ্জু, অন্তত কল্পনাতেও? উল্টে ঐ চাবুককে মারার মতো আরো বড় চাবুকও তো সে হঠাৎ হয়ে যেতে পারে?

উত্তর নেই, হয়তো প্রশ্নগুলো অর্বাচীন, অশালীন বলেই। শুধু লোফালুফিতে ক্লান্ত হাত, শিরা টনটন করছে। সারা গায়ে প্রহসনের লাল-নীল কালি মেখে আমি এখন কোন মুখে আয়নার সামনে যাবো।

## এলে তুমি মালবিকা

দেখতেই পাচ্ছো, আমি প্রস্তুত নই— আর শুনলে না ?— তোমার প্রস্তাবের পরেও বলেছি, ওরে বাবা, শিবনারাণপুর, সে যে অনেক ক্রোশ দূর, গোটা রাতের শেয়াল-ডাকা পথ !

তুমি বলেছো পথের শেষে ভোর, পথের শেষে গ্রাম, উত্তরে আমি যুক্তি টেনেছি রাতের শেয়াল-ডাকা পথের।

আজ এলে তুমি মালবিকা— চোখে তোমার একই তরঙ্গ যা চিরকাল দেখেছি— যখন আমার চোখে সন্ধ্যা নামে-নামে, মুখের উপর পাখির কাকলিহীন গোধূলি নিঃশ্বাস ফেলে।

শোনো এই শান্ত ক্লান্ত উক্তি, আমায় কাঁপালো না তোমার ভোর, আমি কোনো ইচ্ছাতেই নই স্পন্দমান— আর জানো ?— একই নামে ডেকে ডেকে এ-দেয়ালের সব কোণগুলোকে লজ্জায় অপমানে বেকুব করে দিয়েছি।

যাও, বেলা বয়ে যায়, তোমার সঙ্গীরা বাইরে দাঁড়িয়ে।

শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলেই— চিরকাল বেসেছি মালবিকা, তোমার চিন্তার রঙে আমার আকাশ কত অবকাশে রঞ্জিত— যাবার আগে বলে যাও, কথাগুলো বুকে বিঁধে দাও বর্শাফলকের মতো, আমায় ঘৃণা করলে।

হয়তো এখনি নয়, তাতে পরে কোনো এক সময় তরঙ্গ উঠুক এই আমাতেও, মুক্তি অবশেষে পাই, নিজের প্রতি জাগি ক্ষমাহীন নির্মমতায় আসন্ন রাতের এক বিনিদ্র বিদ্যুদ্গর্ভ মুহূর্তে— যখন তোমরা অনেক, অনেক দূর চলে গেছো।

## দেরি পনের মিনিট

ছটফটিয়ে মরছিলাম, ঘরের ভিতর-বার, হঠাৎ তোমার গলা, একেবারে ঠিক তোমারই গলা শুনে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তায়।

কিন্তু কোথায় তুমি— হায় মরীচিকা— উল্টে কী মলিন ছিন্নবস্ত্রা, কী কর্কশকায়া রমণী, চলতি ভাষায় নীচ বলি যাকে। চোখ নামিয়ে নিই যখন চোখাচোখি হয়, পরেই আবার হাসির হুল্লোড় তার সঙ্গিনীর সঙ্গে, নিশ্চয় আগের কোনো প্রসঙ্গেই— মাথার চুবড়িতে কী নিয়ে কে জানে তার কোন ঘরের পথে ফেরে।

দাঁড়িয়ে পড়লামই, কারণ আমার সমস্যা তখন : ও কেন অমন মিষ্টি গলা পাবে, একেবারে ঠিক তোমারই মতো? আমাদের শতাব্দীর এত পরিচ্ছন্ন এই গোধূলিতেও তোমার মার্জিত নিসর্গের কোনো সম্পদই কেন ওর মুখে নেই? পোষাক তো বলেইছি, নাই বললাম তোমার হীরার হারের স্থানে ওর নগ্ন উত্তুঙ্গ কণ্ঠা, নিষ্ঠুর অসুন্দর অন্য এক হঠাৎ কোন কাঞ্চনজঙ্ঘার স্পর্ধার মতো।

মনে হলো মেয়েটার সঙ্গে আছে আমার আদিকালের কোনো প্রতিশ্রুতি— হয়তো হাত ধরে পাঁচ মিনিটের বেড়ানোই কোনো ময়দানে, কিম্বা সোজা-সুজি প্রিয়া বলে জাপটে ধরা কোন দুর্লভ কনে-দেখা-আলোর দিনান্তে, উত্তাল মানুষী উল্লাসে— যা গর্বিত ইতিহাসের এই দুরন্ত উনিশশো আটষট্টি-তেও আমি রাখতে পারি নি। আমি পঙ্গু, অসহায়, রজ্জু দিয়ে বাঁধা আমার সব শরীর-মন, এ কী পক্ষাঘাতে আজও জর্জর— আমার সামনে দিয়ে তাই ওকে চলে যেতে দিই যখন চোখাচোখিতে নিছক সৌজন্যের হাসিটাও অকল্পনীয়, অভব্য কী নিদারুণ!

শীতের সন্ধ্যা বলেই এত শীঘ্র অন্ধকার, জ্বলে-নেভে নেঅন আলো—প্লেয়ার্স প্লীজ, জবাকুসুম তেল— বিশ্বাস করো, তা বরং মরুচারীর আলেয়াই, নয় কোনো লাইটহাউসের আলো আমার এই হঠাৎ অন্ধ আঁধারে জাগা ঝড়-

ঝঞ্ঝার সমুদ্রে। আজ তরী টলমল করে, নড়ে অস্তিত্বের বুনিয়াদ, যদিও মিনিট খানেকই মাত্র, কারণ

ভাগ্যিস, ঐ তো তুমি এসে হাজির হাসিমুখে, আর ভুল নয়— বেনারসীতে হীরার হারে কী অসম্ভবই না মানিয়েছে— আমায় বাঁচালে। এখন চোখের চেনা দেয়ানেয়ায় চলো যাই ফিরে প্রশ্নহীন অভ্যাসের সুখাবেশে, অর্ধসুপ্ত বহু-শ্রুত গ্লানির নিবিড় সঙ্গীতে আবার নেশাখোর হতে—

ছবিটা বোধ হয় শুরু হয়ে যাবে, যাক, তোমার দেরি তো মাত্র পনের মিনিট।

## নেংটি ইঁদুর

এ-ঘরে যে বাস করে, যার নাম আমি, সে আর ইওনেস্কোর গণ্ডার নয়, মানুষ তো নয়ই, সে একটা নেংটি ইঁদুর— তার কোন সাহস নেই।

তাই কবিতা লিখতে আজো লজ্জা নেই তার— বিশেষত কবিরা তো জাত-ইঁদুর, মূষিকরাজচক্রবর্তী— ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে আকাশ প্রেম আর ভাই-এর প্রসঙ্গে সে আজো পঞ্চমুখ। কিন্তু নিদারুণ সত্যটা স্পষ্ট করে তাকে বলাতে চেয়েছো কি সে পালালো— ধরো-ধরো, ঐ ছাখো পালায়— লেজটি উঁচু করে।

একটা সান্ত্বনা, ঘরে-বাইরে এই ধূসর সভ্যতার দেশে আজ আমরা সবাই ইঁদুর, সকলেরি লেজ। আমাদের পুঁচকে বুকের মধ্যে যে-জিনিসটা কেবলি দুর দুর করে কাঁপে, তা ফুসফুস নয়, ভয়। তাই আকাশের কথাটা পাড়লে চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে দেবার মতো বিড়াল যদিও ধারে-কাছে নেই, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় পেয়েই খালাস, পালিয়ে মুক্তি।

দেখলে তো এখানেই, এই কটি পঙক্তিতেই, কী করে কৌশলে এড়িয়ে গেলাম, বললাম না যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি ভিয়েৎনামে বা অন্নহীন কলকাতায়— একটা গূঢ় ভয়াবহ সত্য, যা বলতে না পারার অনুশোচনায় আমার নীরবতার সমস্ত দিনরাত্রি বহ্নিমান।

আরো এক প্রমাণ, কত বড়— অর্থাৎ কত ছোট, হীন, মলিন, চতুর— এই ইঁদুর আমি।

## মধ্যবিত্ত কংকাল

আজ বেলা এগারটায় আমি ( নাই বা বললাম ) বড় দুঃস্থ, তোমারই মতন।

কাল সারা রাত, এখনো, বৃষ্টি হয়েছে-হচ্ছে ; নয় করুণার, আশার বিন্দু-বিন্দু, বা আত্মার ঘামের ক্ষরণও কোনো নয় এই বৃষ্টি— আশাহীন, হতাশাহীন জড়ের গোঙানি এ এক, একগুঁয়ে, একঘেয়ে।

— বেশ বেঁচে আছি, না ?

যদি ছাটের নেই ভয়, যদি সব দরজা খোলা ঘরের, তো তার কারণ সেই একক : চেয়েছিলাম, আজো চাই, সব সত্ত্বেও চেয়ে চলতে পারার প্রত্যয়ের ( হায়, তবুও প্রত্যয় জেগে রয় ) অশরীরী প্রতিমাকে চুমু খাই।

কোন প্রত্যয় ?

— ঐ খোলা দরজা দিয়ে সে আসবে একদিন, তাকে আসতে হবে ; সৌম্য-দর্শন যুবক, চোখে রেশমে-মোড়া বহ্নি, তার একটি হাতের উত্তোলনে জনতরঙ্গ উত্তাল, ঘাসহীন প্রান্তরে সহসা কালান্তর। তার কণ্ঠস্বরে তা-ই যাতে বাংলার মানুষের ভালোবাসার আদিগন্ত হৃদয়

নিজেকে চিনে কবে কোন প্রত্যূষে কেঁপেছিল— মিতালি হাওয়ায় ঋতুর প্রথম কনকচাঁপা— আজ আর কাঁপে না।

আজ সব জড়, বেলা এগারটা, দুঃস্থ আমি— তোমারই মতন। গায়ে কেন এমন হাড়জর্জর শূকরীর গন্ধ তোমার, কোথায় পেলে ?— দূরে সরে বসো ( ক্ষমা করো যদি আমাতেও সেই শূকর— জানি না )। অমন ভ্যাপসা চাউনি চেয়ো না, পায়ে পড়ি তোমার।

প্রপিতামহের দেয়াল ঘড়িটা শুধু চলে, আজো চলছে ( কী প্রাণ ! ), টিক-টিক-টিক :

—দূর ছাই ভগবান, কখন সে আসবে ! ভাঙবে-ভাঙবে-ভাঙবে, ভাঙবে সে এই সমুদয় মধ্যবিত্ত কংকাল।

## প্রাণবন্ত দূর

একমাত্র তুমিই পারো আমায় মুক্তি দিতে, এ-কারাগার হতে, যে-তুমি আমার মুখের খুঁটিনাটি ভুগোল এমন আদ্যোপান্ত জানো ইতিমধ্যেই, শুনেছো সব পুরানো প্রসঙ্গ আমার, বহুবার, প্রেমের অথবা ভোরের অথবা গ্রামের, সব প্রাচীন নিসর্গ

আমার কল্পনার, আকুলিত আকাংখার—

আর দেখছি তো, দিনশেষের সূর্যের মতো তোমার চোখও কেমন নিস্তেজ হয়ে এলো, যেন এখনো বীণার দুয়েকটি ক্ষীণ রিনিঝিনি ঝংকার শুধু নীরব অবসানেরই আগে— ক্লান্তি, ক্লান্তি তোমার নিঃশ্বাসে হে উদার সেই বন্ধু যে গ্রহণ করো— কেন করলে ?— নিমন্ত্রণ আমার এক সহজ স্নিগ্ধ প্রত্যয়ে, এসে বসো এই মাদুরে সে-কোন আদ্যিকালের প্রভাতে।

তার পরে যুগ, যুগান্ত কেটে গেছে, বহির্বনের ছোট চারা বড় হয়ে বিরাট অরণ্যানীর গর্বিত অংশ হলো, আশ্রয় রৌদ্রদগ্ধ পথিকের, শুধু আমিই পারিনি এত বড়াই-এর গল্পটা বলতে, কথাটাকে নিত্য নতুন করে তুলতে, জাগিয়ে রাখতে তোমার চোখে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তোমায় নিয়ে পারিনি ছুটতে নদী হতে মোহানায়।

তাড়া করো দেবি, তাড়া করো— বুঝছো না, সে-প্রার্থিত মুক্তি আমারই নয়, তোমারও ?— মৃত্যু উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে আমাদের পিছনে, এ-সামান্য আমার সামান্যতর শব্দ-ভাণ্ডার কত কাল আগে নিঃশেষিত, তবু খ্যাপা আওড়াই আওড়ানো কথা, কাঁচ হিসেবে ব্যবহার একদিন যাতে ছিল হীরক-দ্যুতি। দিনের শেষ আলো নিভে এলো বলে,

সমাপ্তির নিশ্চিত আগমনী শুনি— হাহাকার বুকে। হয়তো আমারই ভুল, তবু বিয়োগান্ত নাটকে দেবি, এখনো, এখনো বিশ্বাস করি না।

কারণ এখনো সময় আছে প্রজ্ঞায় ভালোবাসার, হয়তো আরো দুটি-একটি মুহূর্তেরই সুযোগ কথাকে বিদায় দেওয়ার, পরে কপাট ভেঙে প্রান্তরে পড়ার, ও দুজনের পড়ি-মরি দৌড়ানো মানুষের পৃথিবীর সংগ্রামের বুকে— বহ্নিমান স্বপ্নের আলুলায়িত পথ, প্রাণবন্ত দূর-দূরান্তের প্রতিশ্রুতির সূর্যকরোজ্জ্বল চেতনাতে।

# জানি

জানি আমায় বন্দী করবে, চাবুক মারবে, যদি বলি ভালোবাসি, বাঁচতে চাই, আমি সেই হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়ে চলে যাই ধ্বজা নির্বিচারে সকল মানুষকে যে ছোঁয়।

জানি আমায় বন্দী করবে, চাবুক মারবে।

কিন্তু ধর যদি তোমার ঐ চাবুক, সেও একদিন, হঠাৎ একদিন বলে ওঠে : আমি ভালোবাসি, আমি বাঁচতে চাই— ধর যদি তোমার ঐ কারার শৃংখল, সেও একদিন, হঠাৎ একদিন গর্জে ওঠে : আর নয়, যথেষ্ট এই খেলা, এইবার সেই হাওয়ায় হাওয়ায় আমাকে টুকরো টুকরো করো নির্বিচারে সকল মানুষকে যে ছোঁয়—

তখন ?

জানি সেই শৃংখলকেই করবে শৃংখলিত, চাবুককে চাবুক মারবে।

জানি আমায় বলবে অকবি, কোনো সম্পাদক ছাপবে না আমার কবিতা, যদি বলি ভালোবাসি, বাঁচতে চাই। তাতে নেই ধোঁকার গন্ধ, ছলনার প্রয়াস, নেই অনাবশ্যক আড়ম্বর। উল্টে সে-কথা এত রিক্ত যে, এত নগ্ন, এত সহজ।

জানি আমায় বলবে অকবি, কোনো সম্পাদক ছাপবে না আমার কবিতা।

কিন্তু সম্পাদকমশাই, বল তো আমায়, এর চেয়ে কোন বড় কাব্য তুমি ছেপেছ কখনো, এই দুটি যাদুকরী কথার চেয়ে কোন বড় কথা কে তোমায় শুনিয়েছে কবে : আমি ভালোবাসি, বাঁচতে চাই ?

শুনুক তোমার উত্তর সমস্ত

জানি তুমি রা'টি কাড়বে না, তবুও ছাপবে না আমার কবিতা

## আমার মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা

আজ যারা চল্লিশ বা কাছাকাছি কোঠায়, আমার সমকালের সেই কত খোকা-খুকুদের বলতে শুনি চোখ কপালে তুলে, নৈরাশ্যে-অবজ্ঞায়, 'বাবা গো, কালে কালে দেখব কত, কী অমানুষ হচ্ছে এই ছেলেমেয়েগুলো, কী অরাজক যুগ!'

আমি তো বলব, আবার যদি জন্মাতে পারতাম তোমাদেরই কালে, তোমার সঙ্গে এই সকালসূর্যকে চুমু খেতে।

দেখছি তো, তোমরা শিখছ কত এই অল্প বয়সেই, শক্ত-শক্ত বীজগণিত-পাটীগণিত, জৈব ও পদার্থ বিজ্ঞান— প্রাণের রহস্য, ফুলের সংকেত, আমরা তত শিখিনি। সময় হলে ভালোবাসার যে-অট্টালিকা তুলবে, আমাদের বাড়ি থেকেও তা হবে অনেক সুদৃঢ়, কারণ ভিত্তি আরো গভীর।

আমি তো বলব, আবার যদি জন্মাতে পারতাম তোমাদেরই কালে, তোমার সঙ্গে এই সকালসূর্যকে চুমু খেতে।

তোমাদের ভোর এসেছে এক অন্ধ রাত্রির পরে, যার কিছু সাংঘাতিক কুয়াশা জানি এখনো লেগে রয়। তাই পথে নামার কী অটুট প্রতিজ্ঞা তোমাদের, শত্রুর সঙ্গে এস্পার-ওস্পার যোঝার কী মরণপণ! বিশ্বাস কর, যা দেখেছি জ্বলজ্বল তোমাদের চোখে, আগামী পথের অগ্নিসম্ভব দায়িত্বের এত বড় জ্ঞানে আমরা জাগিনি কোনোদিন।

আমি তো বলব, আবার যদি জন্মাতে পারতাম তোমাদেরই কালে, তোমার সঙ্গে এই সকালসূর্যকে চুমু খেতে।

## সম্পাদকের চিঠি

কত দিনের অসহ্য ঘেমো গরমের পর, মনের কী আকুল আর্তি ও আকাংখার পর আজ বৃষ্টি নেমেছে। সন্ধ্যায় সবুজকৃষ্ণ মেঘ, দ্রুম দ্রুম দামামা, শুকনো নদীর চোখে হঠাৎ গভীর নাটকের পরিবেশ। যবনিকা উঠেছে— সময় অট্টহাসির, প্রচণ্ড দাড়িওলা নটের, পরচুলার।

এক কথায়, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম, যেমনটি পেলে একদিন উল্লাসে উদাসী হব ভেবেছিলাম।

সে-প্রত্যাশা ভেস্তে গেল, কারণ আজ বিকালেরই ডাকে সম্পাদকের চিঠি: 'দোহাই আপনার, কবিতার ও-দুটো কথা একটু বদলে দিন—অত সরাসরি নয়, জানেনই তো আমাদের পত্রিকা', ইত্যাদি।

জানি, আর জানি বলেই বলি, মরণ তোমার— ছি ছি, কী ভীরু লোকটা! যে ভালোবাসতে চায়, বিষ্ঠাসক্ত কীট কেন তার এমন পিছু নেবে?

বলি আরো কত কী যে মনে মনে, সে-কথা থাক।

আমি তাই অন্য এক ঔদাসীন্যে উদাস, ভাবি, ঘেমো গরমের দিন গাছপালার পৃথিবীতেই হল শেষ— মানুষের অন্তরের নিসর্গে এখনো প্রতীক্ষা ধূমায়িত সন্ধ্যার, বিপুলবপু সবুজকৃষ্ণ এক মেঘ, দ্রুম দ্রুম দামামায় খালাস।

## তার মৃত্যুর পরে

সে মরে গেল— তার আশা ও আকাংখার সমাধি নিয়ে আমরা বেঁচে রইলাম ;

তবু ফুল ফুটল, তবুও গাইল পাখি ।

যারা স্বপ্ন দেখেছিল উজ্জ্বল সূর্যের, অক্ষত বীর্যের, যারা চেয়েছিল চুম্বন করতে শিশুর স্বর্গীয় মুখ, কেন তারা শুনে গেল শুধু প্রলাপোক্তি, শুধু আর্তনাদ অন্ধকার অরণ্যের, কেন তারা নিজেদের ছায়াকে নিজেরাই ভয় পেল ।

আর আজ যখন সমস্ত পাখির পাখা ক্লান্ত ভঙ্গুর, দেহ জুড়ে ব্যর্থতার অবসাদ, তখন যাত্রার চেতনা নিয়ে কী হবে যদি না লক্ষ্যের ইংগিত থাকে মনে !

আমরা তাই পরস্পরকে বললাম অস্ফুট কথা, অবোধ বুদ্ধির ভারে সমাকীর্ণ যুক্তি পাড়লাম, ঝগড়া করলাম— কী অপরূপ খেলায় আমাদের গ্লানির বিবর্ণতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল !

যে আজ নেই, যে এসেছিল একদিন প্রাণের বেদনা নিয়ে, চেয়েছিল আলো, শিশুর মুখ, যে কিছু পেল না, পাওয়ার আশা রেখে গেল আমাদেরই মধ্যে—

আমরা তার মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করলাম ঝাড়-লণ্ঠন টাঙিয়ে ।

## শ্মশান থেকে

তোমার চোখে লাগবে, তাই আমরা কী হলাম বা কী হলাম না, তার হিজিবিজি বৃত্তান্ত পড়ার নয় এ-অল্প সন্ধ্যালোকে, চেষ্টা কোরো না। আজ শেষ পাখি ডেকে গেছে, হাওয়া থেমেছে, কথোপকথন চালানোর মতো কথাও খুঁজে পাই না।

অবসাদে জর্জরিত শরীর, শ্মশানের অগ্নিরই খাদ্য, দীর্ঘনিশ্বাস মনের ক্লান্ত কাননে— তবে সেটা আমাদের, আমাদেরই, তার আভাস তোমায় দেব না। রাত নামে, তাই সকল শক্তি জড়ো করে বসেছি প্রার্থনায়, তোমার যাত্রা শুরু হোক, তুমি হাঁটবে বুকে নিয়ে কী এক ভোরের প্রশস্তি, পায়ে-পায়ে তোমার কল্পনায়-অনুভবে রূপালি আলোর হঠাৎ-জাগা গ্রাম। শেয়াল ডাকবেই জানি, অন্য বন্য পশুও, তবু পথে যেন যূথীর গন্ধ তুমি পাও।

এখানে শ্মশান, অদূরেই— শুধু এখনো মরিনি আমরা, এখনো মানুষ। তাই বলতে দাও, বড় ভালোবাসি তোমায়, ভালোবাসি তোমার এই আসন্ন রাতটাকে, পথটাকে, তোমার কল্পনার ঐ ভোর আর গ্রামটাকে।

অল্প সময়, তাই নির্লোভ, তাই শাদা সত্যটাই বলি— তোমায় দিই আমাদের নিবু নিবু দীপের, প্রেমের কিছু বহ্নি। আর, দেখেছি তোমায়, তুমি চলে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ— আমাদের এ-পাড়ার এই কিছু শেষ ক্ষণ— সেই চেতনায় থাকব তন্ময়।

## অকাট মূর্খ ও আমি

পাশে একটা অকাট মূর্খ, কথা বলবেই আমার সঙ্গে, যখন চেয়েছিলাম···থাক, নাই বললাম। তবু ভাগ্যিস, আছে সামনে সব কথা ডুবিয়ে দেওয়ার মতো এই অনন্ত প্রান্তর, দিগন্ত-ছোঁওয়া বর্ষামঙ্গল সৌন্দর্য আকাশের, তাই রক্ষা।

এবং ভাগ্যিস, মনে বাজে অনুক্ষণ যেতে হবে যেতে হবে, যাত্রার দামামা বাজবে কখন, আর জ্যোতির পিপাসু ওরা এসে জড়ো হবে কাঙাল, চোখে নিয়ে আমারই মতো এক মেঘ অন্ধকার।

অকাট মূর্খ তবু কথা কয়— তাকে ক্ষমা করার প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের মনটাকে বলি, ওরা এসে পড়লে ভিড়ের মধ্যে থাকবে একটা মেয়ে, যাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম ও যাকে ভালোবাসব বলে বাঁচতে চাই। যাত্রায় উড়বে তার আলুথালু চুল, তার বেদনায় অবশেষে ভাষা পাবে দিগন্ত— যখন আমরা হাঁটতে থাকব, সে হাত রাখবে আমার হাতে।

এত আশা-হতাশার এই মুহূর্ত, হে তিন-হাত দূরের হাওয়ায়-দোলা ঘাসের ফুল, তুমি তার কী বুঝবে! তোমার চোখে অকাট মূর্খ ও আমি, দুজনেই সমান।

## যতদিন না আবার একদিন

শুনবেই যদি বলি, কার জন্যে রোজ আমি এ-সময়টা দাঁড়িয়ে থাকি, ঘুর ঘুর করি বাস-স্টপের আনাচে কানাচে কুণ্ঠিত উদাস ভঙ্গিতে— আজও এসেছি।

একটা মেয়ে— হাসছ তো? হাসবেই, জানি, তবু সবটা শোনো— রোজ নামে বাস থেকে, তারপর চলে যায় কোনোদিকে না তাকিয়ে, ভিড় তাকে টেনে নেয়, দৃষ্টি থেকে মুছে দেয়, দুর্লঙ্ঘ্য আলিঙ্গনে।

আমি তাকে চিনি না, সে আমাকে চেনে না, শুধু একদিন সন্ধ্যার আবছা আলোয় আমার পাশে মিছিলে দাঁড়িয়ে হেঁটেছিল— অত বড় পথ যেন দু-মুহূর্তের, পেরিয়েছি স্বপ্নে। আমাদের সকলের বুকের বহ্নি তো ছিলই, আর ছিল কী আলুথালু এলো চুল মেয়েটার— সেদিনের সে কী হঠাৎ-হঠাৎ হাওয়া।

খুঁজতে তাই আসি বার বার শুধু মেয়েটাকেই নয়— তাকে তো বটেই— তার মধ্য দিয়ে সেই মিছিলের হঠাৎ-হঠাৎ হাওয়াটাকেও।

সে আমাকে চেনে না, আমি তাকে চিনি না, যতদিন না আবার একদিন— কে জানে?— আমার পাশে এসে দাঁড়ায় আরো এক অন্ধকার সারির মিছিলে, বহ্নি-জ্বলা বুকে, স্বপ্নের সাগর মন্থনে।

হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ ঃ ২ ঃ পথ

## গোল-গোল অক্ষরে

হাতীর দাঁতের না হোক, না হয় শস্তা প্লাসটিকেরই হোক, এবং এই কাগজ-টাও জানি নিশ্চয় পড়েছিল কোন বন্যায়, ধারে-কোণে ইঁদুরে-কাটা কারুকার্য—

হোক, মেনে নিলাম সবই, তবু সে-কলম ছোঁওয়ার অধিকার আমি নিজেকে দেব না, সে-কাগজে আমি আলগোছেও কনুই রাখতে যাব না,

বিশেষত যখন তোমায় এত সাধে এনেছি ডেকে, তুমি পরেছ সব থেকে প্রিয় ধনেখালি শাড়িটি তোমার, কপালে বেগনি টিপ, চোখে তোমার আকুল প্রতীক্ষার তরঙ্গ, আর জানালার পারেই শুধু দুহাত দূরে ভীষণ মধুর সূর্যাস্তও, যখন সর্বত্রই প্রস্তুতির পূর্ণ পরিবেশ,

তখন যদি শিশুর বীর সরল হাসি খেলিয়ে ঠোঁটে গোল-গোল বড়-বড় অক্ষরে লিখতে না পারি সেই আন্তরিক অচতুর অতি সাবেকি 'তোমায়-তোমাদের ভালোবাসি,' একবার দুবার তিনবার, ও তা লেখার পর আমাদের সকল সেরা বক্তব্যের সময় হয়েছে শেষ জেনে তোমার হাত ধরে দরজা খুলে বেরিয়ে না যাই

মায়ের বাহুর মতো ঘিরে-আসা সন্ধ্যার ক্রমশই গাঢ় অন্ধকারের স্পন্দিত অরণ্যে— নিঃশেষে পরিতৃপ্ত, ধন্য।

# সাবেকির দু-সেকেণ্ড

আজ তোমার দেয়ালে মাথা ঠুকতে এসেছি, বলতে এত একটা সাবেকি কথা যাতে সব ফাজিল খোকা-খুকু ফিক ফিক করে হাসবেই, হয়তো তুমিও হাসবে। তবু এ-পৃথিবীর অনন্তকাল আমায় দিল যেহেতু বেশি নয়, দু-সেকেণ্ড সময়, অবকাশ নেই ঘড়ি দেখার বা বিচার করার সাবেকি কোনটা, কোনটা নয়—

বলি যা বলার আশায় হাড়-মাস-মজ্জা কেঁপেছে, যখন বনে-বনান্তে ছুটে বেড়িয়েছি উদ্‌ভ্রান্ত, কখনো ঘন পাতার ফাঁকে এক ফালি সূর্যাস্তের আবিষ্কারে, কখনো কাঠবিড়ালির খামখেয়ালি খুরের পিছু নিয়ে হতশ্বাস।

কথা তাই বন নয় বনান্ত নয় সূর্যাস্ত নয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি, মানুষের মুখ-চোয়াল-চিবুকই তীক্ষ্ণতম নিসর্গ, সব নীল স্বপ্ন হতে সুন্দর— মানুষ নিয়ে আমার এই উজ্জ্বল দৌর্বল্যে কত না বনের কালো রাত বৃথাই আলো করতে চেয়েছি।

সময় নেই যে ভিতরে ঢুকি, তোমার পাতা আসনে বসি এক দণ্ড— শুধু এ-দেয়ালে জানালাটা কোথায় বলে দাও, দৌড়ে সেখানে যাই, না হয় খড়খড়ির ফাঁক দিয়েই তাকাও, আর বোঁ করে দৃষ্টিবাণে কথাটা ছুঁড়ে দিই তোমার দৃষ্টির পথে,

পরে বরাদ্দ সময় শেষ জানিয়ে নিষ্ঠুর পৃথিবী রূঢ় কনুই-এর গুঁতোয় নেয় টেনে নিক আমায় আকুল অরণ্যের ঊর্ধ্ববাহু রিক্ত সবুজের দিকে আবার, মিশে যদি যেতে হয় যাই সূর্যাস্তের আকাশ-ধূলির কণায় কণায়।

## মধ্যরাতে কবির উক্তি

আমরা সেই তারা, গত সূর্যাস্তের উল্কি ছিল যাদের গায়ে ও যাদের কোন ভ্রমে পারদর্শী নট ভেবে রাজার প্রহরী ধরে আনে দরবারে— ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠেছিল তখনই, কারণ সন্ধ্যা হয় হয়।

রাজা বসেছিলেন ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো, ঢুলু ঢুলু চোখ, গোঁফে আঙুল চালিয়ে বলে ওঠেন, কী পার দেখি, কিছু তামাশা হোক।

দলের এই অধমই সেই সর্দার, অসভ্য অশোভন উক্তির সাহসে যার জুড়ি নেই, বলে উঠি, খেতে দাও— একবার, দুবার, পর পর তিনবার, তৃতীয়বার এত চেঁচিয়ে, হুমকি দিয়ে, যে হয়তো নিজেও চমকে উঠি, নাই বললাম মণি-মুক্তার পাখি-বসানো সে-মসৃণ মর্মর দেয়ালের বিড়ম্বনা।

রক্তচক্ষু রাজা : 'তবে এই বুঝি তামাশা তোমার ?' দে ছুট, দে ছুট, সঙ্গীদের নিয়ে, প্রহরীরা জাগবার আগেই— ফটক পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে বন, বন পেরিয়ে এখন এই অন্ধকার অরণ্যের গহনে, হন্যে হয়ে মধ্যরাতের দূরশ্রুত হায়েনার হাসির হাহাকারে হঠাৎ-হঠাৎ— কে কার খাদ্য কে জানে।

প্রহরীরা পিছু নিয়েছেই। জানি এবার যদি ধরে, আর দরবারের জন্য নয়, তা হবে রাষ্ট্রের শত্রু বলে কারাগারেই পুরতে।

সূর্যাস্তের উল্কি ছিল গায়। ভোরহীন গ্রামহীন হে অরণ্য এই, হে মধ্যরাত, আমাদের এই এক কবিতার সময়।

## এ-গ্রামে, একদিন

এ-গ্রামে একদিন মানুষের বসতি হবে, গাছপালা অর্থ পাবে, যে-কথা বলব তুমি-আমি, আমরা-তোমরা, হবে তার দ্যোতনায় কোনো এক-অনেক অন্ধকার রাত্রি মুখর।

কিছু কম অভিমান এ নয় যে-আমি কোণের, ময়লা কাপড়ের, আজো পেলাম না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা বসার জায়গা, একটি বটের বেদী, চিনিনি নিশ্চিত করে কোনো তীর্থের পথ।

তবু আমায় কথা বলাবে বলেই বলি, ততটা তোমার মন রাখার জন্য নয়, যতটা তোমার প্রেমের প্রতি আমার এক অবশ অভ্যাসে।

হোক না অভ্যাস, প্রেম শব্দটা আওড়াতেও ভালো লাগে, বলি বলেই কে জানে হয়তো আজো বেঁচে আছি— বাঁচতে চাই আরো কত সদ্য-জাগা ভোরে— জপের মন্ত্রের মতো 'এ-গ্রামে একদিন মানুষের বসতি হবে।'

# সোনার রেকাবি মনে

ছি, উবু হয়ে বোসো না, ওটা বেমানান, ওটায় অসম্মান আমাদের যাত্রার, এই রাত্রির নিশ্বাসের— স্নেহবহ হাওয়া বয়, দেখছ না ?

ক্লান্তি তোমারই নয়, অনেকের, আমারও— তবু আমি দ্যাখো কেমন পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছি, এমন একটি ভঙ্গিতে যাতে মাটির ঘাসকে অবজ্ঞা নেই। আমার চোখে সপ্তর্ষি, স্নিগ্ধ কালপুরুষ, কোন মায়ের বিরাট কপাল এই আকাশ।

মনে হয়, তোমার বুঝি ভালো লাগছে না, না এগোতে, না বসতে, তাই ধুঁকছিলে চলার সময়, এখন উবু হয়ে বসেছ— মনে হয়, যেন বেরিয়েছ আমাদেরই মুখরক্ষার তাগিদে।

তবু সে-দায় তো তোমার নয়, কারণ আমাদের মুখ যে নিশ্চিত রক্ষা হয়ে আছে সেই সকালে যার ডাক শুনে ঘর ছাড়লাম। আমি তো বলব তুমি ফিরেই যাও বন্ধু, তোমার পরিচিত গতিহীনতায়, বাসনার মৃত্যুতে— আর থাকবেই যদি তো এই আমার মতো করে

বল প্রেমের মন্ত্র বল ভোরের মন্ত্র বল গ্রামের মন্ত্র ভাই, আমাদের পৌঁছোতেই হবে। সোনার রেকাবি মনে জেগে আছে বলেই চলতেও যেমন, বিশ্রামেও এই আনন্দ।

## আলাপ

আজ ঝুমঝুমি নিয়ে খেলছ খুকু, কাল হয়তো বোমা নিয়ে খেলবে। আজ যেখানে হাসি তোমার চোখে অজ্ঞান, কাল সেখানে ক্রোধের বহ্নি।

কোনটা ভালো, বোমা না ঝুমঝুমি, সে-রায় দিতে আসিনি তোমার কাছে। হয়তো যে-রাঙা মেঘের দেশ তোমার, তাতে কে জানে, দুটোতেই তোমার জন্মগত অধিকার।

না, অনেকক্ষণ পথ হাঁটার ক্লান্তি আমার পায়, আসি একটু জীইয়ে বসতে, এই আলো-ছায়া দোল-মাখা তোমার আঙিনায়, ক্ষণেক ফিরে পেতে প্রাণের সবুজ প্রতিশ্রুতি।

এবং সেটুকু পেলেই উঠব যখন, ঝুমঝুমি ফেলে অমন হাঁ করে তাকিও না, কেঁদে তোমার মাকে ডেকে এনো না আমাদের শুধু দুজনের এই নিরিবিলি আলাপে।

## ভিন্ন মতাবলম্বী কবিবন্ধুকে

না ভাই, অনেক ঠাট্টা হল, অনেক সময় নষ্ট, এসো যাবার সময় যে যার নিজের মেঠো পথ ধরি— ডাক পড়েছে যে। ঘরে থাক যে-রজনীগন্ধা ছিল, আকাশে থাক গোধূলির টুকরো লাল মেঘ।

তুমি বলেছিলে ভালোবাসার কথা, মানুষের কথা, আমিও বলেছিলাম— যদিও নয় একই ভাষায়। তবু যেহেতু বক্তব্য ছিল প্রেম, না হয় নাই মিললাম যদি না মিলতে পারলাম।

তোমারটা জানি না, শুধু আমার পথের আভাসটা জানি, ও যাত্রার যে-রাত্রি এখনি নাচছে চোখে। পথের পাশে ঝোপে যে-সাপ নির্ঘাত ওৎ পেতে, তার কথাও জেনে হাতে নিচ্ছি লাঠি ও লণ্ঠন— আমরা অনেকে ভাই।

না ভাই, তোমার প্রতি কোনো বিদ্বেষে আমি কম্পিত নই, আমার পানীয় হতে কিছু বিন্দু তুমি যদি নিতে, সানন্দে দিতাম।

হয়তো আর দেখা হবে না, শুধু পারো তো মনে রেখো ঘরে ছিল রজনীগন্ধা, ও এই যাবার সময় গোধূলি আকাশের টুকরো লাল মেঘ।

## সে আমার কবিতা

একে আমি চিনতাম, আজ মুখে ভন ভন মাছি, ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে নামা ফেনা, যেন খোয়াইয়ের বুকে এক টুকরো হঠাৎ শুষ্ক নদী। একটা ঘোলা চোখ আধখানা খোলা— যখন দৃষ্টি ছিল, সে-ই জানে কী দেখতে চেয়েছিল।

আজ মেয়ে কিছুই দেখে না, আজ মরে পড়ে আছে রাস্তায়। তার সেই এককালীন প্রচণ্ড যৌন আবেদনটাও নেই। মাংসের ঘ্রাণে লোলুপ কুকুর হয়তো অদূরেই গা-ঢাকা অপেক্ষায়।

পাশ দিয়ে পাল পাল লোক চলে, যে যার নিজের ধান্দায়-অভিনিবেশে আর নয়— 'কেমন আছেন? নমস্কার', তাও বলে না কেউ কাউকে। নীরবগতি একাভিমুখী সবাই এবার একটি একাগ্র অঙ্গীকারের সংহত সঙ্গীত নিয়ে চোখে। চলমান সে-জনতার আমিও একজন।

ফুল ছুঁড়ে দেওয়া যেত মৃত মেয়েটার মুখে, তার হারানো সকাল-সন্ধ্যার স্মৃতির উদ্দেশে। কিন্তু কই, ফুল বহন করব এমন হাত তো এ-অভিনব যাত্রায় নেই; দ্বিতীয়ত, কোনো ফুল পকেটেও আনি নি। তা ছাড়া, আমারও যেন আর ভ্রূক্ষেপ নেই।

তবু তাকে চিনতাম, এমন কি আমার খুব আপনজনও ছিল। সে আমার কবিতা, অতীত নিশীথের কত না সুরভিত লগ্নে শুধু মনে-মনেই কাঁপা, তাকে লেখা হয়ে ওঠেনি।

## মাকড়সা ও অম্লজান

সময় এখনো নয় জানি আমার দেশে, এখনো আমি ভয়ংকরভাবে আমি ও কোনো যাদুতেই আমরা নই, জানি যদি হাস্নাহানার অথবা হায়েনার-শেয়ালের তো সে-রাত আমারই একলার, যত ছায়া বা তুমি আমার, আমারই।

শুধু সবেমাত্র ঘরের চালাটা উড়ে গেল, ও সেই সঙ্গে ধূলিসাৎ কড়িকাঠ থেকে ঝোলা রঙবেরঙের বেলুন ও মাকড়সার ময়ূরপঙ্খী জাল। এক ফালি আকাশ, এতদিনে সত্যিকারের, তারকাখচিত— এক ঝটকা স্নিগ্ধ অম্লজান। এক ফালি আকাশ এতদিনে সত্যিকারের, তারকাখচিত— এক ঝটকা স্নিগ্ধ অম্লজান হঠাৎ নাসিকায়।

এখনো সময় হয়নি, শুধু দলে দলে ওরা হাজির হচ্ছে কেবল, এবং যদিও দরজাটা এখনো ভাঙেনি, শুনছি কোন দূর সমুদ্রের গর্জন— এগিয়ে আসে আরো নিকটে, আরো আরো নিকটে। স্থাণু তুমি ব'সে আছ সমানই, হাঁটুতে আলগোছে রাখা হাত। তবু হঠাৎ ও কী দীপ্তি যেন তোমার চোখে? আহ্বানের সুর নাকি আমারও শিরায়?

আমাদের পুরানো আবর্তটা শুধু অবশেষে অচল হয়েছে, ও যদিও এখনো দাঁড়িয়ে উঠিনি, আর ঘুরপাক খাওয়া নয় মিথ্যা কথায়, মিথ্যা নীরবতায়। আমাদের যে-ফুলটা শুকিয়ে যাচ্ছিল দেখি, এসো তাকে মেলে ধরি এই সন্ধিলগ্নে, যাতে লাল-সুতো-বাঁধা হাতে-হাত আমাদের অতীত ও আগামী, মাকড়সা ও অম্লজান।

## ভীষণ অন্তরঙ্গ সূর্যালোকে

চলে যাও আর এই পথ ধরে রাখো কন্যা— মহান গ্রীষ্মের দেশ, মহীরুহের মাটি। প্রাণের প্রতিজ্ঞা নাও অন্তরে।

যখন আরো অনেক বেলা হবে, সন্ধ্যার স্তিমিত তাপে ভালোবাসার কথা হবে, হয়তো মুছে যাবে যা দেখেছি-দেখেছিলাম, তখনও এ-করুণ দুঃখের ধিকি ধিকি বহ্নি জ্বলবে আমার, যা তোমায় বলিনি, কাউকে বলারও নয় :

উপভোগ করতে শিখিনি আমি না-কিছু সুন্দর সূর্যাস্ত, না-কিছু ভালো কাপড়-খাবার— না তোমার কোমল দেহ, না আমার নিশ্চিন্ত ঘুম, দাউ দাউ গরমের হলেও এই পথ এত আরামে পেরিয়ে যাওয়া।

কার, কাদের চোখ চেয়ে থাকে আমার হৃদয়ের চোখে, অভিশাপ দেয় না-ভালোবাসে না, সমর্থন করে না-প্রত্যাখ্যান করে না— শুধু চেয়ে থাকে কঠিন ইস্পাতের সে-চোখ নিষ্পলক। আজ শুধু চায় আমার হৃদয়েরই চোখে, আসন্ন বিচারের দিন দাঁড়াবে সাক্ষাৎ· রক্তমাংসে মুখোমুখি।

তবু সব থেকে করুণ ব্যাপার কি জানো কন্যা, আমি যে তাকে-তাদের আলিঙ্গনই করতে চাই এক ভীষণ অন্তরঙ্গ সূর্যালোকে।

থাক, আবার তুমি উতলা হবে, তার চেয়ে হয়তো ভালো এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেণ, গ্রীষ্মের পথ পেরিয়ে যাওয়া।

মহীরুহের মাটি— প্রাণের প্রতিজ্ঞা নাও অন্তরে।

## এক বাঘ-সিংহের কাহিনী

সে আজ কিছু কালের কথা। শান্তি শব্দটা যেদিন প্রথম শিকার হল, বলা হল তার ব্যবহারে শুধু দুর্বৃত্তেরাই হবে চিহ্নিত, মনে আছে আমরা কৃষ্ণ-পক্ষের এক রাতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম, হতভম্ব, বিস্ফারিতনেত্রে। ভেবেছিলাম, তবে ওখানে তারায়-তারায় ঐ শান্তির সুন্দর সঙ্গীত হবে কেন? বলেছিলাম, তবে ওটাকেও নিষিদ্ধ করা হোক।

কোথায় দামামা? বাজ— তা-তা-তা তা-তা-তা থা।

তার পরে কোপ পড়ল প্রেম-এর উপর— আদেশ, ও-কথাটাকেও এবার অভিধান থেকে সরাতে হবে। মনে আছে, তখন আমি আর এক মেয়ে, এ-শ্যামলী পৃথিবীর দুটি চির কিশোর-কিশোরী, একে অন্যের চোখে চাই, ভাবি কোন নাম তবে দিই ওর প্রতি আমার দৃষ্টির বা আমার প্রতি ওর দৃষ্টির। আমাদের মনে এক থমথমে অন্ধকার নামে।

কোথায় দামামা? বাজ— তা-তা-তা তা-তা-তা থা

আশ্চর্য, সব শেষে এল মানুষ কথাটাই, এবং মানুষ-সংক্রান্ত আর যা-কিছু শব্দ, যেমন মানবিকতা, ইত্যাদি। বলা হল উচিত শাস্তি হবে তার, এ-সব ভয়ংকর কথার উচ্চারণ যে-নরাধম করবে। ছোট বড় অনেক মিথ্যা আগে হয়তো বলেছি, তবু বুকে হাত দিয়ে বলবই, এমন ভ্যাবাচাকা আমাদের কেউ-ই কখনো খায়নি। একে অন্যের হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ-চোখের চাউনি দেখেছি আর ভেবেছি, মানুষ নই তো জন্তু নাকি, এবং জন্তু হলে কী আমাদের নাম?

কোথায় দামামা? বাজ— তা-তা-তা তা-তা-তা থা।

মানুষ না-হওয়াটা হয়তো প্রহসন ভেবে আমাদের কেউ-কেউ আহাম্মক চাইল ছাগল সাজতে, কেউ বা বাছুর হল, ছাড়ল হাম্বা-হাম্বা রব। সঙ্গে সঙ্গে হা দুর্ভাগ্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা হতে কত সভ্য শিক্ষিত সুসজ্জিত বাঘ

লাফ দিয়ে বেরোল দেখলাম— পরে যা হল, তা সেই একমাত্র যা হয় বা হতে পারে ছাগলে-বাছুরে-বাঘে। অদ্ভুত কাব্য-রচনায় আজ তাই নিরুপায় এ-সিংহের মুখোশ আমাদের, এই হুংকার, বাঘ-সিংহবেশী অবিশ্বাস্য মানুষের দুরন্ত ক্রীড়ার অঙ্গনে।

কোথায় দামামা? বাজ— তা-তা-তা তা-তা-তা থা।

## ভাঙা মাটির স্তূপ

কী ভঙ্গুর মাটীর এই কারবার আমার, ও তাতে কত সন্তর্পণে যে এগোতে হয়, তা তোমায় কেমন করে বোঝাই বল ওগো, যে-তুমি সূর্যাস্তের মধুমত্ত নিবিড় পরিবেশে এত সহজে সার্থক শিল্পকর্মের মতো বসে আছ।

একটু চাপ দিয়েছি কি মাটি গুঁড়ো হয়, অতর্কিতে ভেঙে পড়ে, তার ঝুর ঝুর শব্দে আমিও ভেঙে পড়ি পদ্মার পাড়, দুর্দম নৈরাশ্যের ঝড়ে।

তবু যখন কোন দৈবে চোখটি ঠিক ফুটে ওঠে, চোখের উপরে ভুরু, ঠোঁটের হাসি দূরপথিক হঠাৎ মোড় বেঁকে, কখন সম্পূর্ণ মুখখানি, ধীরে ধীরে আশা-প্রেম-ভাষা সেই একটি মানুষের, অর্থাৎ গোটা একটা জগতের— কারণ সে-মানুষেরও তো আছে আকাশ-নিসর্গ-নক্ষত্র-রাত্রি, তার পৃথিবীতে ভাই-বোন, ও ঐ মুখে যে-সবেরই বেদনা-আলোক-অন্ধকার—

আজ নয়, এই সূর্যাস্তে তুমি-শিল্পকর্ম-আমি-অকৃতার্থে নয়, কিন্তু আমার শ্রমের সম্মানের সেই ধন্য মুহূর্তে একবার এসো ওগো, এ-অধম পটুয়ার ধূলিধূসর দ্বারে।

এখন তোমায় যেতেই দিতে চাই, কারণ কত নিঃশেষে মানুষই যে আমি, তোমার-আমার মত মানুষেরই যে কী প্রেম আমার, তা ভয় হয় তুমি বুঝবে না ভাঙা মাটির স্তূপ দেখে।

## উৎসর্গ.

অনেক দূর হতে এসেছ তুমি, যাবে অনেক দূর। তোমার চোখে এমন একটি নীলাভ প্রভা, গতির সমাহিত ছন্দ, চলমান সূর্যকিরণ, যেমনটি আগে দেখিনি।

গায়ে তোমার কী এক সুবাস, যাতে আমেজ রাত্রির প্রান্তে সরাইখানার, ঘুম-ভাঙানো কুক্কুটের ডাকের। কী যে হাওয়া এনে দিলে ঘরে, যা তুমি যাওয়ার পরেও আমায় করবে ব্যস্ত।

চিরকালের নতুন-নতুন ভোরের রাস্তায় পারলে তোমার সঙ্গ নিতাম—শুধু কী করে পারি বল! আমার গ্রামে যে মানুষ পঙ্গু, কোনো লাল পথের কাঁকর এখনো দেখেনি তাদের আকুল চোখ, শোনেনি কোনো সরাইখানার নাম— কোনো দোষ না করেও পক্ষাঘাতের কীটে জর্জরিত ভাই-বোন-পাড়া-পড়শি।

মাত্র আজকে নয়, যেন কত অনন্ত যুগ, তাদের হাত-পা চালানোয় সেই রক্ত-সঞ্চালনেই আমার সমস্ত রাত্রি-শক্তি-স্বপ্ন উৎসর্গীকৃত।

চিরকালের ভোরের বন্ধু, এসেছ অনেক দূর হতে, তুমি যাবে অনেক দূর।

# এখনো কবিতা কেন

একটা যুদ্ধ শেষ হল, আরো অনেক আছে— আরো পথ, মরু, হোঁচট খাওয়া, রক্ত ঝরা, আর কাঁধে বোঝা, আর তৃষা— নাগিনীর নিশ্বাস তো আছেই।

ভেবে শংকিত নই— আমার গানও অফুরন্ত, অনন্ত পান্থশালার জন্য। আবার যাত্রার আগে দু দণ্ড পা ছড়িয়ে বসা, একে অন্যকে একটু ভাই বলে ডাকা, পান সঞ্জীবনীর।

ও নেহাৎই বোকার মতো হাসা— হাসি, কারণ আসলে বাঁচতেই আসি পৃথিবীতে, বাঁচবও, যুদ্ধ তো শেষ হবেই একদিন— সকলের অবান্তর কলরব কখনো বা সহসা, গান।

আবার ঘর বাঁধার ডাক যেদিন পড়বে— পড়বেই— সন্ধ্যাতারার আলোয় যেন ধরি চিবুক মনের মানুষের, যেন তখন কথা না ভুলে যাই। জীইয়ে রাখতে চাই কথার চাহিদাটাকে— চলায় বলার সময় নেই।

তুমি জানতে চাওনি জানি, বলছিলাম শুধু নিজেরি একটা প্রশ্নের উত্তরে : এখনো কবিতা কেন।

চলো, বোঝা নাও কাঁধে সৈনিক, উঠে পড়ার সময় হল।

## পুনরুক্তির মাঝরাতে

হোক না পুনরুক্তি, তবু নিরুত্তাপ নয় যে-হাতটা বাড়াই তোমার হাতে— যা বলি, ভালোবেসেই। তাই খেদ নেই একই অরণ্যে-পথে, নিশীথিনীর শব্দহীন গন্ধহীন তমিস্রাতে আমি মশগুল স্নেহাকুল বুকে-বাজা ভোর নিয়ে, পাশে তোমাকে নিয়ে।

যেমন তোমারও, পা দুটোই আমার, পথটা তো নয়— তাই হোঁচট যদি খাও, রক্ত ঝরে, তো দোষ দিও পথেরই কর্তাকে। তুমি তো জানোই জানি, অরণ্যটাও আমার সৃষ্টি নয়, রাতটাও নয়। বুকে বাজে ভোর, দেবি, বুকে বাজে ভোর— শোনো, আমাদের পায়ে-পায়ে যে-পৌঁছোতে চাওয়ার গান।

ক্লান্তি তোমার স্বাভাবিক, আমারও, এ-হাওয়াহীনতা গলা টিপে ধরে। যোঝার অস্ত্র শুধু ভালোবাসা, সেই নিশ্বাস তোমার-আমার— আর কী বলব বল এই রাতে?

অতএব হাত দাও হাতে, ফেলে যাবই এ-নিসর্গটাকে, পৌঁছোবই যেখানে অন্ধকার ক্ষীণ হয়ে আসে, গ্রামের প্রথম মুরগিটি ডাকে। তার একটু পরেই তোমার কপালে যেমন, আকাশেও লাল টিপ— গোলাপি আলোয় ধৌত মুখে অবশেষে বসব আঙিনায়।

বুকে বাজে ভোর, দেবি, বুকে বাজে ভোর।

# আরো জীবন্ত তোমাকেও

আমার মনে সেদিন সবই ছিল : সম্পূর্ণ ঘর, বই-আসবাবপত্র-আয়না, তোমার লিপস্টিক, জীবন্ত তুমিও, যামিনী রায়ের হুঁকো-হাতে-বুড়ো দেয়ালে, খেয়ালেই বাজাতে পারতাম বীতোফেনের যে-সপ্তম সিম্ফনি বাজাইনি।

সেদিন মনে ছিল, যত ঘোর বেহাগে বিভোর নিশীথিনী দেখেছি-দেখিনি, আজীবন যত অগণন অরণ্যানী হাওয়াহীন নিস্তব্ধ হাতছানির সবুজে ঝলমল সকাল-বিকাল আলোয়, দেখায় বা কেবলি কল্পনায় আদিগন্ত খুনে বিপর্যস্ত মহিমার যত সূর্যাস্ত কেঁপেছে চোখে।

আরও মনে ছিল, অনন্তের বসন্তের ডাক দিন-রাত্রি-সায়াহ্ন ধরে কোন জপের মন্ত্রের মত শোনো বার বার, যখনি কোকিলকণ্ঠী মেয়েটা ডেকেছে বাবা বলে, নাচিয়ে কল্লোলে শিরায় সুপ্ত স্রোতস্বিনী। এত মূঢ় নই নই যে মানব না এককালীন সেই দিন শিবির এক গভীর আনন্দ-বেদনাবধির।

তবু পরে সহসা যখন হতাশার হু হু বাতাস বইল, সুতো ছিঁড়ে পড়ে গেল সে-জীবন ফ্রেমে-আঁটা ছবি, যার তলায় আমি মুগ্ধ ব্যর্থ কবি ঘুরে ঘুরে কত না করেছি নিছকই ব্যক্তিগত মুক্তির উদ্দীপ্ত বাতির আরতি।

শন শন অন্যলক্ষণ হাওয়া বয় আজ, যাত্রার ঢন ঢন ঘণ্টা বাজে : সব নামো পথে। ঘোষিত হয় সর্বহারাদের সময়— এক হও ভাই। এই ভিড়ে খ্যাপা বাউলে উস্কো-খুস্কো চুলে খুঁজলে পাব জানি আগের সব হাতছানি, অরণ্যানী-নিশীথিনী, ধূলিধূসরিত হলেও আরো জীবন্ত তোমাকেও, কোকিলকণ্ঠী মেয়েকেও।

## পাঠকের প্রতি

হোক না গদ্যই, প্রখর রৌদ্রই— বাণী নয়, বক্তব্য।

তবু তা এতদিনে অনেক মানুষের আগুন-নিশ্বাসে ভরা, প্রেমে-ঘামে-স্বপ্নে জমজমাট, যেন হাজারটা বীণা বেজে উঠল অতর্কিতে— দেখি গ্রহণ না করে পালাও কোথায়!

পালাচ্ছ যে, তা তো দেখছিই— ছুটছ মরিয়া হয়ে, মনোহর মিথ্যার প্রেমিক, ক্রূর সত্যকেই তোমার ভয়। দেখছ না তোমারি পায়ের ধুলো ছুটছে পেছনে, যা দেখছ তা চোখে অন্ধকার।

যাও যতদূর পার, যতক্ষণ না সেই প্রকাণ্ড দেয়ালটা পথ আটকে দেয়, কারণ আর তো যাওয়ার নেই— ধাপ্পা নিয়ে যেতে পারে ঐ পর্যন্তই। তখন কী ভীষণ বেদনা নিয়ে ফিরবে আবার, হাঁপাতে হাঁপাতে, এই জ্বলে-যাওয়া অরণ্যে,

তাই বসে ভাবি আর মনে মনে হাসি, আমার বক্তব্য নিয়ে, একমাত্র তোমারই প্রতীক্ষায়।

তুমি ফিরবেই, পলাতক।

# নীলিমা নিহত

স্মরণীয় ছুটির দিন ঝকঝকে, শীতের রোদ্দুরের— কিছুই করিনি, বসে বসে কাটালাম। শুধু সকালে শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখি, দুলাইনের।

এত বড় বাগানের জমি কে কেন আমায় দিল, পড়ে রইল রিক্ত। শুধু অল্প সাধ্যসাধনায় বহু দূর কোণটায়, প্রায় সূর্যের অগোচরে, সবেধন নীলমণি একটি গোলাপ ফোটাই। আশ্চর্য, আজো ফুটে আছে।

সারা জীবন রা-টিও কাড়িনি, শুধু অপরাহ্নে 'আছি তোমাদের সঙ্গে' বলে একটিমাত্র চিৎকারে লাফিয়ে পড়লাম জনসমুদ্রে। প্রেমের অজেয় সম্মানে ওরা হাজারে-হাজারে এক হয়ে রুখে দাঁড়ায়— পুলিশের বুলেটে নীলিমা নিহত, তাই।

আমার আর খেদ নেই। টীকা-টিপ্পনী কাটতে যে চায়, কাটুক।

## গর্ভবতী

জানলাটা খোলা ভাগ্যিস, তাই না হয় রয়েছিই অন্ধকার রাতে বন্দী ঘরে, দেখছি রঙের প্রলেপের কী সাংঘাতিক পরিবর্তন আকাশের গায়।

মুখে কথাটি নেই সুরঞ্জনের, কমলাক্ষের, অরুন্ধতীর, আমার।

সন্ধ্যাতেও ঝগড়া করেছি, যখন জ্বালানো সব মোমবাতিগুলো নিয়ে ওরা চলে গেছে, অচিরেই মিলিয়ে যাওয়া ওদের বুটের শব্দ অস্ফুট সন্ত্রাসে তালা-বন্ধ আমাদের গুটিয়ে বসালো। যখন সুরঞ্জন আবার তোলে তার কাফকা-র কথা অথবা কী হতে পারে এবার বা কী না হতে পারত। তাকে বলেছি তখন, 'দূর গাধা, থামা তোর ইন্টেলেকচুয়াল ছুঁচোর কেত্তন।'

হাতাহাতি সেদিন কমলাক্ষের সঙ্গেও প্রায়, ঐ অরুন্ধতীকে নিয়েই। চিরা-চরিত ব্যাপার— ও তাকে ভালোবাসে, আমিও বাসি, যদিও সে-কথাটা কেউ কাউকে স্পষ্ট বলিনি। হায় সত্য, হায় ইতিহাস, নারীকে নিয়ে পুরুষ আর পুরুষকে নিয়ে নারী আজো মাতে মধ্যযুগীয় খেলায়। তা ছাড়া বলেছিল কমলাক্ষ, 'তুই ভুল বোঝাচ্ছিস মেয়েটাকে, সংগ্রামের পথ এটা নয়।'

অরুন্ধতীর ভাই মারা গেছে আজ সকালে, পুলিশের বুলেটে। তা সত্ত্বেও তাকে পাশে পেয়ে ধন্য আমি এই অন্ধকারে। অবশ্য এতক্ষণে খপ করে হাতটা ধরার স্পৃহাও যেন আর নেই— কেউ দেখবে না জানি, কমলাক্ষও না, তবুও। চোখে আমার সহজেই পিচুটির মতো কী একটা পড়ে আজকাল, তাতেও শংকিত নই ও ভেবে যেন সান্ত্বনাও পেতে চাই না যে ভাগ্যিস অন্ধকার, অরুন্ধতী তা দেখছে না।

আমরা চারজনে এক হই অন্যতর চেতনায়— যে-আহ্বান এখনো জাগেনি, যে-পাখি ডাকেনি, তার সুর শিরায় শিরায় কোন অতলতার রূপাভাসে। বিহ্বল, হতবাক, চেয়ে দেখি রঙের পর রঙ আকাশে, কালো রাতের কিংশুক মেঘ।

গর্ভবতী নীরবতা, যে-রাত্রি আমায়-আমাদের দিলে, সময় হলে তুমি করবে তার নামকরণ।

# কালপুরুষ

মন দিয়ে হল না করা, তাই বন দিয়ে ফিরে যাই, ইচ্ছে করে পায়ে কাঁটা ফোটাই। প্রান্তর রইল পড়ে, যার সোজা সুচারু রাস্তায় আসার পথে এসেছিলাম। কী অভীপ্সা, আশার কী আবেগ হাঁটুতে - গোড়ালিতে তখন— মনে পড়ে ?

এ-আঁধার আমারি আঁধার, এবড়ো-খেবড়ো পথ, এ-ভুল আমার ; তোমাদের নয়।

কথা তা নয় যে এমন কোনো প্রেম আছে যা বলতে পারা যায়। বলার অতীত প্রেমেও কাঁপা যায়, ও তা কাঁপিনি, তাই চলে যাই। তাই বলে মিথ্যা নয় কনকসূর্য এই বা ঐ দূর বাতাসের হাসি হাহাকার। তোমাদের ঝর্ণাটার জল ভারি সুন্দর আমার যাওয়ার আগেও ছিল, পরেও থাকবে।

এ-জগৎ অতি ছোট, ভালোবাসার মায়ায়— করে তুলতে জানা চাই তাকে শুধু তোমার-আমার, বা আরো কয়েকজনের, যেমন তোমরা করেছ। আমি আমাতেই অগুনতি লোক, অজস্র দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, একে অন্যের দিকে উদ্ধত হিংসায় তাকায়।

নিজের ব্যর্থতাটা ঢাকতে বলা অনেক যেত, কত না রকমারি কথা, দুর্বোধ্য ভাষায়— সার যেহেতু জানিই কী পেয়েছি-পেলাম-না, সাধ নেই সে-আত্মরমণে আর। তা ছাড়া আমি ভিন্ন সে-কথা শোনাবই বা কাকে ? সে-ঘর আমার নয় যার আলো জলে নেভে চেনা চোখের চাওয়ায়।

আমার ঘরেই ফিরব আবার, ও জানি যথারীতি রাত বারোটা পর্যন্ত প্রতিবেশীর রেডিওটা পাগল করবে। ঘুম না আসা পর্যন্ত ভাবব তোমাদের মুখ— আজ সকালে ঝর্ণায় হাজার হলেও দেখা তো হয়। স্নিগ্ধ উদ্ভিদে মোড়া একটি পরিবেশ তোমাদের কলহাস্যময়, আমার গায়ে সে-সহাস্য সবুজ ঘ্রাণ কে জানে কতক্ষণ ছিল।

শুধু যে-অর্ঘ্য দিতে এসেছিলাম, যা না পেয়ে তোমরা বঞ্চিত নও, না দিতে পারায় আমি একলা অভিশপ্ত নিজেরই পাপে, এই ফেরার পথে তার বোঝা আজ এক মণ জগদ্দল।

তবু তা স্মরণ-চিহ্ন একটি মহান চাওয়ার ও মহত্তর না-পাওয়ার। আমার চিররাতের কালপুরুষ, বহন করব তাকে।

## পাহারা

পাহারা দেয় সে আমায় সব সময়— সে তার কঠিন তির্যক চাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় অন্ধকারে আলোর ফুল ফোটানোর সাধনা আমার।

সাধ জাগে সময় সময় তবুও তার একটু বাইরে যাওয়ার, নিশ্বাস নেওয়ার, অদূরের অশথ গাছটাকে একটু দেখার, কিম্বা নেহাৎই প্রস্রাব করার।

তখনি কর্তব্যে ফাঁক পড়ে তার— আর আমি প্রাণপণে দৌড় মারি উজানে, খুঁজে পেতে কিছুক্ষণ আগের মুছে-যাওয়া সূর্যাস্তের আভাস যা ফস্কে গেছে হাত থেকে, খুঁজে পেতে তোমার মুখ দু হাতে আঁধারের ঢেউ সরিয়ে, কোলে তুলে নিতে বিগত মুহূর্তের বেদনাকে।

ঠিক যখন কোনোরকমে জড়ো করে আনি যা কিছু দরকার পূজা আরম্ভ করবার একটা মোটামুটি সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তোলার, ঐ ছাখো সে ফিরে এল, তার অশথ গাছ দেখে, তার সেই চিরপাষাণ দৃষ্টিতে আমার বুকে চাবুক মেরে।

## আমার অধিকার নেই

আমার বড় লোভ, তবু না-না-না, ও-ফুল আমায় দেখিও না, আমার অধিকার নেই।

ক্ষুধার্ত আমি, আমারো রসনা আছে, তবু না-না-না, অমন করে ও-সরু-চাকলিটা আমার চোখে নাচিও না, আমার অধিকার নেই।

এত ভালো কাগজ, বিদেশ থেকে আমদানি বুঝি ?— তা কি আমার দুটো সামান্য স্বাক্ষরের জন্য ? না-না-না, উদার বন্ধু, ফিরে যাও, আমার অধিকার নেই।

শোনো বন্ধু, বোঝবার চেষ্টা কর, আমার একমাত্র অধিকার এই সর্বহারা আকাশে, ও নিজের সেই নিরন্তর প্রাণান্ত প্রয়াসে যাতে এ-ঘুরঘুট্টি রাতটাকে ভোর করে তুলতে চাই।

জানি না পাখি-ডাকা পর্যন্ত টিঁকব কি না— যদি না টিঁকে থাকি, যত হাজার-লক্ষ-নিযুত কথা জমে আছে বুকে, যাকে হৃদয়ের খোলসের ভিতর তা, দিই অনেক স্নেহে অনেক প্রেমে, ও যা শোনার জন্য সেই সবে আলো-ফোটা গ্রাম হতই লোকে লোকারণ্য, তা নিশ্চয় জানি অন্য কেউ বলবে— আমারি মতো লুক্কায়িত আজ সে।

না-না-না, দেখছি তুমি বুঝছ না বন্ধু, আমি বড় হেঁয়ালি, আমি অন্য জগতের— এখানে সময় নষ্ট করো না।

## আমি কার দলে

একটা কিছু হওয়ার আছে, সে-প্রতীক্ষায় যে-ভাবুক বসে থাকে যখন রাত্রি অন্ধকার, পাতাও কাঁপছে না, প্যাঁচাও ডাকছে না, আমি তার দলে নই।

তাকে বলতে শুনেছি, না-না, এ যে অসম্ভব, এভাবে চলতেই পারে না— হয় কেউ দরজা ভেঙে ঢুকবে ঘরে, নয়তো হাওয়া উঠবে হঠাৎ, নয় একটা কিছু হবে। এবং কী হবে, কিছু হবে কি না, তা একেবারেই না জেনে নৈঃশব্দ্যে সে-ঠুঁটো জগন্নাথ শোনে সমুদ্রের হাসি, তিমিরে দেখে তুবড়ি-ফুলঝুরি, ও চোখে তার অকারণ আনন্দ ঘনায়।

তবু সে-আনন্দের আমি হব না অংশীদার।

আমি তার দলে, যে-স্বর্ণকার চেনে তার আগুনটিকে, তার হাতুড়িটিকে, জানে কোন অদ্বিতীয় প্রথায় একখণ্ড জড়পিণ্ড সোনা কানের দুলে পরিণত হয়। হার নয়, বালা নয়, আংটি নয়, কানের দুলই চেয়েছে সে আজ—যে-কোনো দুল নয়, ঝুমকোলতা দুল— তাই তার আগুন চলে, হাতুড়ি চলে।

আমি তার দলে, যে-কৃষক চেনে তার বীজটিকে-মাটিটিকে, ও যদিও ঘাস-হীন প্রান্তরে দিগন্তে-দিগন্তরে শুধু হা-হা-হু-হু হুতাশ হাওয়ার শাসন আজ, এখনি সে-ধানের শিষ তার কল্পনায় প্রত্যক্ষে দলে, কোন এক প্রভাত সূর্যের কিংশুক বেলায়। তাই তার লাঙল চলে, গরু চলে— মাটির বুক চিরে নিদারুণ বিদ্রোহে।

আমি তারই দলে, যে-পথিক ঘরকে বিদায় জানিয়ে নেমেছে লক্ষ লোকের মাঝে, শুধু রেখাহীন কপালেই নয়, পায়ের নখ অবধি শাণিত প্রতিজ্ঞা তার— যার নিশান বলে দেয়, সে কী চায় বা কোন অত্যাচার সে আর কিছুতেই করবে না বরদাস্ত। গোড়া থেকেই জানে সে তার অগ্নিদগ্ধ রাস্তা সারাদিনের, জানে যাত্রাশেষের সেই গন্তব্য সরোবরের হুবহু রঙটি পর্যন্ত— যার ইঙ্গিতে চোখ এখনি প্রেমিক।

আমরা সবাই নেমেছি পথে, তাই বলছিলাম বন্ধু, কেন আমি তোমার দলে।

## এখনি হাত আমার

তোমাদের মতনই ক্রোধ, তোমাদের মতনই প্রেম নিয়ে এসেছি, জানি না আমার চোখের পাতায় দেখছ কি না। শুধু ভাগ্য, ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড ফটকে ঢুকতে পারছি। কত যে দূর হাঁটলাম, কী বলব।

তবু তো আসল হাঁটাটা এখনো বাকি। কখন যাত্রা শুরু হবে ভাই? তুমিই তো পাশে থাকবে আমার, না অন্য কেউ?

জানো, একলা রাস্তায় আসতে একটা ভাবুক ময়ূর দেখেছিলাম, এবং ফসল না-হওয়া কত না ধান খেত, ও যাকে ফেলে এলাম ঘরে, তার কান্না ব্যথিত করেছে পথ। ভেবেছিলাম এ-সব কথা তোমায় বলব, বলার সময় কি হবে ভাই? না শোনার তোমারি মন থাকবে?

এত বড় প্রস্তুতি নিয়ে যখন এলাম, এত ক্লান্তি ও প্রতিশ্রুতির পর, তখন বলি যেন একমাত্র যা বলার আছে, অথবা বরণ করি যোগ্য নীরবতাই। পানীয় এনেছি সঙ্গে, তোমারও জন্য— অনেক অরণ্য পার হতে হবে শীতের এ-রাত, তোমার কিছুটা উত্তাপের আমি প্রার্থী। ছাখো আর নাই ছাখো, আমিও বহন করছি দীপ, তোমাকে দেব তার আলো ও উষ্ণতা।

অবশ্য তুমিও যেমন জানো, আমিও জানি, যে-কথা সব থেকে বড় আমাদের অন্তরে ও যা উচ্চারণেও যেন ভয়, তা ওরা তাকে মেরে ফেলেছে। ভাবুক ময়ূরে শুধু মিছেই নিজেকে ভোলাই— ও-ময়ূরটাকে আসলে দেখিনি— এবং যতক্ষণ না যাত্রা আরম্ভ হয়, সঞ্চয় করি সেই মহামূল্য ক্রোধ, আরো অমূল্য প্রেম : আমাদের পাথেয়।

না ধর তো নাই ধরলে এখনি হাত আমার।

## শেয়ালগুলোর জন্যে

যদি বলার নেই কথা তো নাই বললে, না হয় রাত্রিকে আরো গভীর হতে দিলে।

শুধু সাবধান, আর একটি ভুল চাল নয়, বীজ বপন করতেই হবে— এখন আশেপাশে অরণ্য রইল আর না রইল, তাকে দেখলে বা না দেখলে, যায় আসে না। আমাদের মনে রয়েছে প্রভাত, কলকাকলি, সকালের সূর্যে নাচা পাহাড়ে নদী, যে ভোগ করবে এই সব, তাকে আমরা জন্ম দেব— আর এই তো সময়।

এ-রাত্রি ভীষণ। অজস্র শেয়াল ডাকে দূরে-অদূরে, আমাদের ভয় দেখিয়ে থামাতে চায়— শুনতে পাও? না তুমি শুনছ না? সেই ভালো, না-ই শুনলে। শুধু সাবধান, মিথ্যায় মুহূর্ত যেন বয়ে না যায়।

থাক, ওর মুখের কাপড়টা সরিও না— অতীত অলীক স্বপ্ন সে আমাদের, মরে পড়েই থাকুক। খালিপেট শেয়ালগুলোর জন্যে রেখে যাব ওকে, অচিরেই যখন চলে যাব।

## সাক্ষী সূর্য

এ-কালেরও প্রায় রাজার পুত্র বলেই পালঙ্কে শুতে পারত— তা করলে,
তাকে ঘৃণার আগুনে দূর থেকে দগ্ধাতাম, বেঁচে যেতাম, একদিন তাকে
ধ্বংস করে তার গদির নাড়িভুঁড়ি বের করে চরিতার্থ হতাম—

কিন্তু সে কেন হঠাৎ রাস্তার ইটটাকে করল বালিশ, বলল এক হব, শোব
আমার ভাইয়েদের মতোই ?

আমিও চেয়েছিলাম তার চোখে সেই ঘৃণার লকলকে শিখা, তার বদলে
সেদিন গোধূলিতে যখন পাখির ডাক থেমে গেছে, নদীর স্রোতে শব্দ নেই,
সিঁড়ির ধাপে লাল টুকটুকে আলো, সে আমার দিকে তাকালো এমন এক
স্নেহের সরযূ-দৃষ্টি নিয়ে যে থমকে দাঁড়ালাম।

সর্বহারা, আমাদের সংগ্রাম এক কণা চালের জন্য, একটা মুখের জন্য, একটা
প্রেমের জন্য, একটা যা-কিছু পাই— জানি যা-ই কিছু পাই, কেড়ে নিতে
হবে, এক সাপে-নেউলে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে।

ও কেন ওর সর্বস্ব অমন হেসে বিলিয়ে দিল, নামতে চায় আমাদের সঙ্গে
পথে— একই মুখ চায়, একই প্রেম চায়, সকলের জন্য এক কণা চাল চায় ?

ও তো আমার মত নয় ভেবে ভয় হয়, সমীহ হয়, হয়তো শ্রদ্ধাও জাগে—
আর হ্যাঁ হ্যাঁ, এই অস্তগামী সূর্য সাক্ষী করে বলি, লোকটাকে ভালোও
বাসি।

## নগরের পথে

এখানে দেখার নয় অরণ্য-হিল্লোলে বিচ্ছুরিত আলো সূর্যাস্তের, তবু ঘুম-নেমে-আসা কোন গাঁয়ের পথে একদিন দেখেছিলাম বলেই তাও দেখি,

যখন চোখের সামনে শুধু ম্লান কত নীরব আর্তনাদের মুখ রাস্তায়।

ওই দূর বিধুর স্মৃতির লাল মেঘে চেপটে রয়েছে মায়ের কোলে আজকের খিন্ন ক্লিষ্ট শিশু, কান্নারত— দুটোই দৃষ্টিতে একাকার : যা দেখি চোখে ও যা চোখের নাগালের বাইরে, মনের আয়নায়।

পাশে কখন সৌখীন ফুলের দামি তোড়া গছানোর চেষ্টায় কেউ, চমকে ফিরে আসি। তবু এমন বিভোর হয়ে পথে পথে আর কত ঘুরি বল— ভয়, বুঝি সব বাড়ির দরজা অচিরেই বন্ধ হয়।

তার ওপর রয়েছে অদৃশ্য পিশাচ, কানে কানে ফিস ফিস করে চলেছেই : এটা না হল প্রেম তোমার, না হল হিংসা, তবে পৃথিবী যেমন ছিল, তেমনই থাক ?

সেই পিশাচ থেকে পালাতে চাই, যখন তুমি থামালে। তবু ও কি, তোমারও মুখে সেই খিন্ন ক্লিষ্ট শিশুটা আবার! জেনো সেটা আমারই মনের দোষ, তোমার নয়।

না দেবি, তোমার হাতে এমন মধুমল্লিকা নেই যার গন্ধ বহন করে আর্তের দুঃস্বপ্নহীন রাত। আমার রাতটা অন্যত্র কাটাব— এখন ছুটতে দাও, বেলা বয়ে যায় পথ খোঁজার।

## কত দূর তোমার গ্রাম

এক হাতে কাঠের টুকরো, অন্য হাতে জলের পাত্র— পথিক আমি।
দুটোই তোমার জন্য।

অর্জন সামান্য আমার, তুচ্ছ সম্বল, নগণ্যের শেষ আমি। তবু এই টুকরো কাঠও ইন্ধন জোগাবে সেই প্রচণ্ড চিতায় যা তুমি জ্বালাবে ভয়ংকর ক্রোধে, যাতে জ্বলবে যুগান্তের পর্বতপ্রমাণ আবর্জনা, দুর্গন্ধ মারাত্মক বীজাণু, ও রামলীলায় যেমন, তেমনি মানুষের মুখোশ-পরা রাক্ষস— কেবল এবার খড়ের নয়, রক্তমাংসের, একটি নয়, সারে সার।

ক্রোধ তো বটেই, তার চেয়ে বড় প্রেমটাও আছে, সাক্ষ্য যার এ-মাটির পাত্র — হয়তো মেরে-কেটে ছোট এক ভাঁড় জল। তবু হাজার তৃষ্ণাতেও তার একটি বিন্দুও গ্রহণ করিনি-করব না — জানি অগ্নিকাণ্ডের পরে তুমি করবে পুণ্যস্নান, নব জন্মের সেই ভৈরবী রাগিণীর প্রভাতে, পাখি-ডাকা বৈতালিকে।

কৃতার্থ হব ভাঁড়টিকে উজাড় করে তোমার চৌবাচ্চায়।

আর কত দূর আজো তোমার গ্রাম, আমি যে হেঁটেই চলেছি, কখনো খর রৌদ্রে, কখনো তামসী রাত্রে— পায়ের ক্লান্তিটা মানি না, ভয় করি না অরণ্যের হায়েনাকেও। শুধু এত ক্ষত ইতিমধ্যেই করেছি সঞ্চয়, জানি না পথের শেষে পৌঁছানোর শক্তি থাকবে কি না।

কত দূর, আর কত দূর তোমার গ্রাম!

## কাজে লাগবে মরুর পথে

অনেক কথা আছে— আস্তে আস্তে বলি ভাই, এ্যাঁ ?

তাড়ার দরকার আছে মানি, কিন্তু কান পেতে এ-অন্ধকারে ওরাও প্রস্তুত নিশ্চয়। মানুষ যখন পশু হয়, তার দাঁত সকল হায়েনার থেকেও সাংঘাতিক —জানোই তো।

আর এখনি কিছু হবারও নয়, তাড়াহুড়োয় কে জানে কোন গর্তে পড়ে যাই —তখন ?

রয়েছে এই মহুয়াবনে মাতাল রাত্রি, সেটাকেও তো উপভোগ করতে হবে— আমরা যে মানুষ ভাই, হায়েনা তো নই। কাল ভোরে যাত্রা শুরু, ততক্ষণ বজ্রসমান প্রেমে করি না কেন নিজেদের আরো একটু দুর্জয়ও।

জানি এসব প্রসঙ্গে তুমি চঞ্চল হচ্ছ, কারণ আরো জরুরি কথা আছে— কিন্তু আস্তে আস্তে বলি ভাই, এ্যাঁ ?

পাচ্ছ তো মহুয়ার গন্ধটা ? আরো গভীর নিশ্বাস নাও— কাজে লাগবে মরুর পথে কালকের খর রৌদ্রে।

## এই আবার হাসি

যদিও দুপুরবেলা, দিনের অনেক বাকি, শীতের সূর্যের এখনো সকলই আশা মধ্য-মাঘে— হোক পাপিয়ার গান, চিক চিক পাতা সোনার কিরণে— এই সব চেয়েছিলাম ;

তবু কার্যত ঘোলাটে মেঘ ঘোরা-ফেরা করে আকাশে— এই আলো ঢাকে, এই আবার হাসি।

তেমনি এই পুণ্য লগ্নে আমার মনের আকাশ দোলে আশা-নিরাশায়, ভয়ে-বিশ্বাসে, আলো-ছায়ায়, অন্য এক কালো মেঘের ক্রমিক গ্রাস ও মুক্তিতে।

ভাবি মনে, পৌঁছে যেতে পারবে তো ওরা, না পারবে না ? জানি যেমন সঙ্কল্প ওদের, তেমনি বিঘ্ন পথে নানা, আর সেই দুর্ধর্ষ উদ্যত দৈত্য, লুক্কায়িত তবু সঙ্গে সঙ্গে যায়, তারও কী ভীষণ স্পৃহা, আঙুলের মারাত্মক নখ !

তবে ওরাও তো প্রেমে বদ্ধ— নয় ? — হোক না সামান্য মানুষ, মৃত্যুঞ্জয় শক্তির নারায়ণী সেনা, উপায় নেই বলেই উদ্ধত, উদ্বুদ্ধ, চেতনায় ও অঙ্গীকারে সহস্রে মিলে এক। যাত্রার শঙ্খ শুনেছি।

পারবে তো, না পারবে না ?

এই আলো ঢাকে, এই আবার হাসি।

## প্রেমের ঘামের হাত

আমার মনে হয়েছে, যেন কিছু ভুল হয়ে গেছে কোথাও, এ-পথে যেন আগেও একবার এসেছি, এ-ইটটায় এমনি হোঁচট আগেও খেয়েছি।

মনে হয়েছে, রাতের এ-নিসর্গ চেনা, ঐ গাছটাও— না কি কুটীর কারুর ?— ভূতের মত শীতের কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা। মনে হয়েছে, ওদের হয়তো হারিয়ে ফেলেছি, চলেই গেল বুঝি অন্য রাস্তায়, অন্য ইটে হোঁচট খেয়ে— কই, কারুর তো সাড়া শব্দ নেই।

তবু ভাগ্যিস, তুমি হাত ধরে আছ— একটা জীবন্ত, প্রেমের ঘামের হাত, এই তো।

আমার মনে হয়েছে, হয়তো ফিরেই যাওয়া উচিত ছিল, হয়তো ঘরটাকেই বেশি ভালোবেসেছিলাম, ফুলদানির ফুলটার গন্ধ কি প্রাণ ভরে নিতে পেরেছি ?

মনে হয়েছে, যে-ভোরের চেতনা নিয়ে সকলে বেরোই, হয়তো তা আসলে প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনা, হয়তো এ-রাতের শেষ নেই, তবে পথে পথে ঘোরা কেন ? মনে হয়েছে, আমি যেন ঘুমোতে চাই— আঃ, সেই নরম, পরিচিত বালিশটা, আমার চেয়ে দু ইঞ্চি লম্বা তোষকটা, যাতে পা বেরিয়ে না যায় !

তবু ভাগ্যিস, তুমি হাত ধরে আছ রাতে দেবি, আঙুল তোমার কথা কয়, এই প্রত্যয়, আজ আমার-আমাদের প্রেমের এক চিরাকাঙ্খিত সময়।

## কুটীর, ক্ষমা কোরো

একলার এই গুমট ঘরটা আর নয়, নয় আর দেয়ালে-দেয়ালে বড়-বড় অক্ষরে আমি-তোমায়-ভালোবাসি, বা ছেঁড়া-মাদুরে শুয়ে থাকাও নয় সেই কত রাত-সকাল-দুপুর-বিকেল যখন বহু অগণন সত্যকারের আকাশ দেখতে পারতাম রঞ্জিত, দেখিনি—

এগুলো এবার হাওয়ার হোক, ধুলার হোক, অরণ্যের জীবন্ত সুন্দর উই-পোকার হোক, বলে দরজা খুলে বেরিয়ে যাই, তালা না দিয়েই। ওরা এখনো এল কি না, আসবে কি আসবে না- ভাবার সময় নেই, ভেবে লাভও নেই— আমায় রাত্রি ডাকে, যাত্রা ডাকে, বহুদূরে কাদের কোলাহলও যেন শুনেছি।

তাই শিখিনি যদিও তার নাম যার উদ্দেশে লিখেছিলাম তোমায়-ভালো-বাসি, সে-মেয়েটা ভিড়ে হারিয়ে আছেই কোথাও জানি, খোঁপায় কুন্দ ফুল, যার গন্ধ আমায় আকুল করবেই সারা রাতের অন্ধকার পথ ধরে ও যাকে খুঁজে পাবই জানি ভোরের আভাস-ছোঁওয়া গ্রামে— সানাই-সঙ্গীতে।

কুটীর, ক্ষমা কোরো— আহ্বান শুনেছি বলেই শিরায় এ-বিদায় আমাকে মানায়।

## পথের শেষের মঙ্গলঘট

ও কিছু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, একটা অপদার্থ বানর— আর ওর স্বার্থও আছে, কারণ নিজে তো নড়বে না— তাই ও বলেছে বলেই তুমি থম করে দাঁড়িয়ে পড়বে, চিরকেলে নীলাকাশ তোমার মুখে মেঘ ?

অবাক করল, ছি ছি, এত বড় স্পর্ধা ঐ বানরের !

বলেছে ভোর নেই, গ্রাম নেই, আমরা পৌঁছাবো না ? তবে এ-পথ কোথায় গেছে দেবি, সেটাও বলেছে কি ও ?

ও কী জানে আমাদের প্রেমের ? তোমার-আমার জীবনে ওকে টেনো না— শোনো দেবি, যে-আমার কথা তুমি কখনো ফেলোনি, আজো ফেলবে না। শোনো দেবি, ওকে না শুনে নিজেরই নাড়ির গঙ্গাটা শোনো, আমার আঙুলে আঙুল ঠেকাও— ভেবে ছাখো, গ্রামে আমাদের কত আত্মীয়-স্বজন-পরিজন অপেক্ষা করে আছে, ফুলচন্দন হাতে।

আজ এই রাতের নিবিড় রাগিণী, পথ— তুচ্ছ কথা শুনো না, বোলো না। শুধু চলতে চলতে মনে জেগে থাক, বানরের মাথা গলানোর আগে যেমন ছিল, পথের শেষের মঙ্গলঘট।

## অনেক কথার সময়

শুধু কোনোরকমে চলনসই হলেই চলবে না, যতক্ষণ না এ-আকাশ একে-বারে খুব, ভীষণ, চরম আলো হচ্ছে, ততক্ষণ, ততক্ষণ···

থাক, এত কথার দরকার কী ভাই, পথ চল পথ চল, রাত্রির আর আমাদের সময় নষ্ট কোরো না। যতই এগোবে, আরো কাছে আসবে— আমরা আসব।

অকারণ বেলুন ওড়াতে ভালোবাসি না— আর এ-আঁধারে দেখবেই বা কে?— মনে যা আছে, তাকে প্রেম বল প্রত্যয় বল হতাশা বল, না হয় অরণ্য-ফুল-মরু যা খুশি বল, তা তো জানাই। তার থেকে বেশি করে আছে পৌঁছানোর তাগিদ।

যাত্রার আকাশ কখনো মেঘের কখনো নির্মল, উনিশ-বিশ, পথ চল পথ চল ভাই। সরোবরের রঙটা আগে দেখি, তখনই এলিয়ে পড়ব প্রিয়ার দেহের মতো ঘাসের উপর,

কথা পাড়ব— অনেক কথা।

## নৌকো-গ্রামের কথা খবরদার

এতটুকু কার্পণ্য জানে না এ-রাত, তার নখদন্তের ও বিষাক্ত নিশ্বাসের সবটাই উজাড় করে দেয়— ভোর হতে এখনো বহু যোজন দূরের যাত্রীদের উপর।

সামান্য হয়েও শক্তিমান রাতের শত্রুপক্ষের মুষ্টিমেয় আমরা সমানই অকৃপণ, প্রত্যয় ও প্রেমের দুয়েকটা স্পন্দিত কথাই ঝুলির শেষ সম্বল, যা অকাতরে দান করি যেমন একে অন্যকে, তেমনি অ-মানুষ এই অরণ্যকে— হাওয়ায় বীজ বপন করি স্বপ্নের, মনে জেগে থাকা গ্রামের নামটাকে

শোনাই, কাগজের নৌকো করে ভাসাই তুমুল অন্ধকার সমুদ্রে।

অতএব বুঝছই তো, চোখের আড়ালে কী তীর-ছোঁড়াছুঁড়ি চলেছে। এত সত্ত্বেও পারে পৌঁছোবে নৌকো, আমরা কি পৌঁছোব গ্রামে?

আগেই তোমায় বলেছি দেবি কতবার, তবু আবার ছটফটানি শুরু করছ বলেই বলি, ওসব নৌকো-গ্রামের কথা খবরদার, অরণ্যকে জিজ্ঞাসা করো না,

কারণ তার নিজেরই জয়ের স্বার্থে সে তো মাথা নাড়বেই, ভাবখানা: পৌঁছোবে না, কিছুতে পৌঁছোবে না।

## দরবারি কানাড়া

ভূত এড়াতে যে-খ্যাপা রামনাম জপে, অনেকটা তারই মতো আমি আওড়াই প্রেমের মন্ত্র, প্রেম-প্রেম-প্রেম-প্রেম, আর পথ কাঁপে, পা কাঁপে। বিশ্বাস কর আর নাই কর, সে-উচ্চারণের এমনই নিহিত শক্তি, কখন এই অন্ধকারে মানুষকে ভালোবেসে ফেলি, মরুতে ফুল ফোটে, যেন নিজেরই অজান্তে।

কী ভালো যে লাগে, মজ্জায় কী মধুবাত, যেন আরোগ্যের শয্যায় রোগী লাল তাজা কমলালেবুর রস পথ্য করে— এক ঢোঁক, দুই ঢোঁক, তিন ঢোঁক, যত চাও তত ঢোঁক প্রাণ ভরে।

মানি, এটা আসেনি সঙ্গে সঙ্গেই, রাতের প্রথম প্রহরেই, কারণ মনে তো পড়ে— পড়ে না?— সেই গ্রাম যা পেরিয়ে এলাম, যেখানে বুড়োদের দেখেছি শকুনের চোখ, শিশুরা সম্ভাব্য খাদ্য তাদের। আর সে কী কাদা, সে কী কাঁটার ঝোপঝাড় এবড়ো-খেবড়ো পথের।

তবু প্রেম-প্রেম-প্রেম-প্রেম, তাই এই দ্বিতীয় প্রহরেই প্রান্তর যাদুবলে দরবারি কানাড়ার নিসর্গ, স্নিগ্ধ আমেজ গাছের নিশ্বাসে, যেন বীণাও বাজে কোথাও।

সঙ্গে বেরিয়েও ওরা যে কোথায় মিলালো— না কি কাছেই আছে?— জানি না, আলোয় দেখা হবেই। যদিও অনেক দেরি, জানি প্রত্যাশার ভোর পথের প্রান্তে জেগে রয়, রয়ই, মালা হাতে স্বয়ম্বরার মতো— যত এগোই, কাছে আসি পুরীর তোরণদ্বারের।

আপাতত চলমান কানাড়ার নিসর্গ।

## এ-ফুলদানিতে ফুল

ওরা আমায় ডেকেছে বলেই নয়, আমিও সমানই ডেকেছি ওদের— পথে নামতেই হবে, এ-সময় মহৎ কাব্য করার নয়। শুধু বলি, বাতিটা জ্বলুক বা নিভুক, তা তোমার ইচ্ছামতো, আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম। এ-ফুলদানিতে ফুল রাখতে চাও তো রেখো, যখন আমি থাকব না।

বহু দূর যাওয়ার আছে, তাই যদিও ভোর হয়-হয় সবে, এখনি বেরোতে হবে। আমার এ-বেশ তুমি আগে ভ্যাখোনি, তোমার ভালোও লাগে না জানি— কিন্তু কী করি বল, পথ বুঝেই পথিক প্রস্তুত হয়।

মধ্যাহ্নের ঘন্টাটা বাজবে যখন, যদি চাও তো মনে কোরো আমি হাঁটছি খর রৌদ্রে— একলা নয়, আমরা অনেকে, হাতে হাত, চোখে বহ্নি, হাঁটুতে যাত্রার একই চেতনা। আমাদের শুধুই পেরোতে হবে জ্বলে-যাওয়া মাঠ, জল না পেয়ে মরে পড়ে-থাকা পাখি, যতক্ষণ না পৌঁছোই সরোবরের তীরে।

তবু তোমায় ভালোবেসেছিলাম, তোমার স্বপ্নকে ভালোবেসেছিলাম, তুমি যা পেয়েছ-পাওনি-পেতে-চাও ভালোবেসেছিলাম, যে-কথা বলতে চেয়েছিলাম, বার বার পারিনি আমি ব্যর্থ কবি, ও যা বলার সময় আর নেই, কারণ ঐ ভ্যাখো আলো ফোটে, শব্দ ওঠে— সে-কথা ভালোবেসেছিলাম। এই সত্য সার জেনো যখন থাকব না, ও যে-সত্য আমিও বহন করব মনে মনে, যতই হোক না রৌদ্র খর বা বন্ধুর পথ তোমার থেকে দূর।

সরোবর থেকে ফিরব যখন— যদি ফিরিই— আনব পাত্রে ভরা জল আমাদের তৃষার কথা ভেবে। এবং অল্প আলোর মাধুরীনিবিড় পরিবেশে যেখানে থেমেছিলাম, সেখান থেকে আবার শুরু করব আমাদের গল্প।

আজ এই পর্যন্ত।

হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ : ৩ : গ্রাম

## সেই প্রথম প্রেমিক, হয়তো কবিও

আমরা দেখি না, তবু রাত যেমন জেগে থাকে সূর্যাস্তের চোখে, স্বপ্রকাশ, তার সুন্দরে ও অজ্ঞেয় অভীষ্টের পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে, ভাস্বর বিনিদ্রার নক্ষত্র-মণ্ডলীতে, কখনো বা শেয়ালের আমিও-আছি বলে হুক্কা-হুয়া রোলে, কখনো হাওয়ার না-কিছু চাওয়ার না-কিছু পাওয়ার অসহায় সুগন্ধ হাহাকারে, কিম্বা শিশুর ভয়চকিত কান্নায়, অথবা প্রিয়ার প্রেমিককে চিবুক ধরে কাছে আনায়, কে কোথায় ছুঁড়তে উদ্যত বল্লম, কোথাও আবার কিছুই নড়ে না, প্রাণ আছে কি কখনো ছিল কি না মনে পড়ে না,

রাত যেমন জেগে থাকে হিরণ্যগর্ভ সূর্যাস্তের খুনের আকাশে, দিনশেষের ধ্যানে ইতিমধ্যেই আমাদের সেই তখনো অবিদিত গম গম অন্ধকারে, হঠাৎ-হঠাৎ দেওদারে কেঁপে-যাওয়া খস খস অস্ফুট শব্দ, অদম্য নীরবতার আর্তি হৃদয়ে ঘনায়—

তেমনি আমার কল্পনায় প্রেমের একটি অনবদ্য কবিতা সম্পূর্ণ হয়ে ছিল, অক্ষরে-অনুচ্ছেদে-রেখায়-রঙে-নিসর্গে-মানুষের প্রতি আকুল আবেগে, শুধু স্বপ্নচারিণীর প্রশস্ত ললাটের তুল্য শুভ্র কাগজ ও অরণ্যে লুপ্ত তন্বী মায়াবিনী স্রোতস্বিনীর মত লোভের লেখনী সামনে সত্ত্বেও যে-কবিতা লিখেই উঠতে পারিনি, লিখতে চাইওনি, কারণ লেখা মানেই লিখে ফেলা, অন্তরঙ্গ তরঙ্গের সঙ্গীতের শেষ।

ভালো তাই বেসেছিলাম চুপচাপ বসে থাকার মুহূর্তদেরই তখন, আবিষ্ট নিজেরই গড়া মানুষ ও মানুষের প্রেমের স্বপ্নে, যখন হেমন্তের সোনার আলো ঝুর ঝুর ঝরে জানালার ফাঁকে, হয়তো সে দেওদার নয় যাকে দেখি ও যে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তবু মাটির কিছু কম গভীর তান শোনেনি তো সে-উচ্ছল প্রলুব্ধ সবুজও, ঐ পিতামহ অশ্বত্থের। অতএব এমন ভালো আর কোথায় কী, মনে মনে বলি, বলছিলামও, যখন ক্রমাগতই এগিয়ে আসা ওদের কোলাহল কানে স্পষ্ট হয়, এমন কি তখনো যখন দেয়ালটা কেঁপে ওঠে, অযুত নিযুত পায়ে-পায়ের ধ্বনিতে।

আরো কাছে এলে শেষে আমারো পা দুটো শোনে কোন সুর, নেমে পড়ি রাস্তায়, এক প্রকাণ্ড আলিঙ্গনের গঙ্গায় অবগাহন স্নানে। ওরা বলে, গলায় গলা মিলিয়ে আমিও বলি, যাব কোন খানে, যাব সে কোন খানে।

বহু পরে এই এখন ধূলিধূসর শতছিন্ন বস্ত্র, অভিষিক্ত কত যোজন পথের ও কত অপরিচিতের হাতে হাত রাখা ঘামে, এবং যদিও মাতাল, তবু কিছুক্ষণ হল বাড়ি চিনে ফিরেছি ঠিক, টলতে টলতে, চৌমাথার পাশ দিয়ে— এই পথে ওরা কাল যাবে আবার, বলেছে, ও সে-বলার ধ্বনি এখনো কানে কী বিহ্বল প্রত্যাশার মৃদঙ্গ বাজায়। হঠাৎ এ কি, দেখি, না-লেখা প্রেমের কবিতাটা লেখা হয়ে রয়েছে, শুভ্র কাগজ কী করে শাদা-কালোর কারুশিল্প!

জানি যেহেতু না তোমার, না আমার প্রীতি অলৌকিকে, তাই বিশ্বাস কর বন্ধু, বিচ্ছুরিত আলোর আরো এক সূর্যাস্ত আজ নামে, নদীর পাড়ে ভাঙা মন্দিরটায় আগুন ধরাল কে, এবং দূরে রাত্রির নিশ্বাসও যেন প্রায় শুনতে পাই। বিশ্বাস কর, এ সেই ফুটে ওঠা গোলাপের মত আগের কবিতাটা নয় মনের, এ আমার হস্তাক্ষর নয়, এর ভাষাও আমি পড়তে শিখিনি। শুধু আলোছায়ার দোলনায় দুলি আর মনে হয়, অক্ষরগুলি বড় প্রেমে বড় যত্নে টানা বলেই এ কোন প্রেমেরই কবিতা নিশ্চয়, কে এসেছিল কিছু শোনাতে, এমন এক কথা যার হদিস কে জানে কাল সকালে পেতে পারি— পথে, কাউকে প্রশ্ন না করেই— এতদিনে সেই প্রথম হতে পারি প্রেমিক, ও কপালে থাকলে পরে হয়তো কবিও।

আমার কী হবে জানি না— জানি যে-সন্ধ্যা নামে, কাল সকাল ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ তার বুকে।

## আজ সকালে দেবতা

চোখ খুলে দেখার আছে, সে-সৌন্দর্য-আলো-ক্যামেলিয়া-কাঞ্চনজঙ্ঘার ফিরিস্তি তো দেওয়ার নয়, তাই চোখ বুজে কী দেখতে পেলাম না বলে আক্ষেপ নেই। তবু সেই চোখ দিয়েই তোমাকেও দেখি, অন্ধ নেপালী বন্ধু আমার, আর আশ্চর্য হই।

মানুষ নিশ্চয় আরো মহান কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়ে, আরো সুন্দর চোখে-দেখা বা দেখতে পাওয়ার সকল সৌন্দর্যের চেয়ে। মনটাই চোখ তোমার, কী দেখলে বা দেখতে পাওয়ার আশা রাখো যখন আমার চোখে ফুলঝুরি সকাল, একটু বলে যাও।

প্রিয়ার মৌন হাসি কী জিনিস, জেনেছ কি কখনো? না দেখেছ প্রেমের আরো অনেক গভীরের রঙ, যা আমি দেখিনি?

না-না, এতটুকু করুণা নয়, বিশ্বাস কর শ্রদ্ধায়-সম্মানে আমার হৃদয় নতজানু তোমার পায়, যে-পায়ের স্থির নিশ্চিত পদক্ষেপে তুমি যথারীতি ঠিক এসে হাজির যখন কালকের মতোই আজো ঘড়ির কাঁটা নীরবে ছোঁয় সওয়া নটা, হাতে শুভ্র ক্যামেলিয়া তোমার, আমারই জন্য।

ঐ ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে তোমার, আবার দৃঢ় পদক্ষেপে এখনি চলে যাবে উঁচু-নিচু পথ ভেঙে বই-খাতা-দুরূহ বীজগণিতের কাছে— মাঝখানে একটি মুহূর্ত শুধু চোখহীন তোমার চোখে চেয়ে থাকার ও এ-প্রত্যয়ের জ্ঞানে আরো একবার দেবতা হওয়ার : মানুষ অন্ধ নয়।

তোমায় ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসি, আজ সকালে দেবতা হই নেপালী বন্ধু আমার।

## কোন সহজ প্রজ্ঞায়

আমার কথা সম্পূর্ণ নয়, এ-রাত্রি সম্পূর্ণ নয়, একমাত্র ভোরই সম্পূর্ণ।

তাই, যত পথ হাঁটি— পাশে তুমি, উপরে অরুন্ধতী— পথের শেষ ধ্যানে জেগে রয়।

গোটা নিসর্গটাই পথ হয়ে আমার পায়ের নন্দিত চলায় একাকার, কোন সহজ প্রজ্ঞায় আর স্নেহের নিশ্বাসে কাঁপে দেওদার অরণ্যের আঁধার, এত

দেবি, তুমিও তো?

## যে-নতুন কাপড়টা

আশ্চর্য, একটি কথাও বেরোল না। শুধুই সারা রাত— হাস্নাহানার পাগল-করা এত বড় রাত— তুমি বসে রইলে কী ভীষণ ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

দুয়েকটা হায়েনা ডেকেছে, শেয়াল তো অনেক— তবু যা শোনোনি জানি, তার চেয়ে কত বেশি করে ডেকেছে আমারই যে-হায়েনা-শেয়াল পুষেছি অন্তরে। দুহাত দূরেই তোমার হাত, অন্ধকারে আংটির হীরা জ্বল জ্বল করে— ছুঁইনি তো বটেই, নড়িনি-চড়িনি।

মনে পড়ে, যদিও কিছুই হল না, তারা-ভরা আকাশের প্রকাণ্ড কৌতূহলও।

আজ ভোরে সব উধাও, তুমিও। কিন্তু কথা যেন অবশেষে জাগছে মনে, আঙুল দিয়ে লিখতে চাই মাটির উপর: ফুল, প্রেম, গান, জীবন, তুমি। তাই কী এক সঙ্গীতে শিরা চঞ্চল, এতদিনে বোধ হয় আসে নবজন্মের লগ্ন।

কপালে চন্দন পরিনি, পরব। এখনো সূর্য ওঠেনি, তার আগে স্নান করতে হবে, বার করব যে-নতুন কাপড়টা রেখে গিয়েছ।

## দুগ্‌গা প্রতিমা

সোজা সড়ক পৌঁছে দেবে গ্রামে— এখনো পিচের নয়, আমরাই হাত লাগাব একদিন। ছেলেপিলের দৌড়াদৌড়ি-কান্না শোনার মত কাছে নই, দেখিনি চক্কোত্তির সব থেকে উঁচু চালাটাও— শুধু ইতস্তত তাল-খেজুরের সারি ইতিমধ্যেই শুরু, কখনো বা কেয়া। মরুভূমির শেষ।

আমি কী হয়েছি জানি না, শরতের সোনালি রোদ্দুর আমার পাশের মেয়েটাকে দুগ্‌গা প্রতিমা করেছে— আমরা হাঁটছি, শিরায়-শিরায় হাঁটুতে-হাঁটুতে নহবৎ বাজছে।

ঐ দূরে গ্রাম— দেখছি কি, না এখনো দেখছি না?

সুতরাং বুঝতেই পারছ, 'লোকটা বেজায় বাজে লিখছে' বা 'মন্দ লিখছে না', এ-সব কথায় আমার আর ভারি বয়েই গেল।

## ব্রাহ্মলগ্নে

সুবিমল সবিতা, আমি তোমাদের আলিঙ্গন করি, ভালোবাসি। সুবিমল সবিতা, এই রূপালি প্রভাতে ভালোবাসা কথাটার মানে আছে।

দ্যাখো আমরা কেমন নতুন লোক এই মায়া-মাখানো আলোয়, যেন আগে কখনো দেখিনি নিজেদের। দ্যাখো আমার মন নাচছে তা ধিন ধিন।

ভালো আছ তো? দ্যাখো তো প্রশ্নটার কত সুন্দর মানে আছে এই ঝিরঝিরে হাওয়ায়, পৌঁছে-যাওয়া গ্রামে। আমি ভালো আছি।

সব কিছুর এখন মানে আছে সুবিমল সবিতা, অসীম সাহসের সময়। আমরা সহজ হব, বলব যা খুশি, গাছ-ফুল-পাতা-পাখি-প্রেম, কিম্বা সেই চর্বিত চর্বণের তুমি-আমিই বা আমরা-তোমরা, দেখি কোন আহাম্মক এবার দুয়ো দেয়, ঠাট্টা করে।

কারণ আমরা তো বটেই, পাশের গাছটাও জানে, যা বলছি তা অর্জন করেছি, পদ্ম হয়ে ফোটে হৃদয়ের গভীর হতে।

দ্যাখো কত অনায়াসে পদ্ম কথাটাও বললাম, ঐ চর্বিত চর্বণ। সুবিমল সবিতা, দ্যাখো আমার মন নাচছে তা ধিন ধিন।

সারা রাত্রির পথের ক্ষত আমাদের পায়, এখনো রক্ত ঝরে। তবু অন্য রক্তও এক ঝরতে আরম্ভ করে ঐ দ্যাখো পূর্বাচলের প্রান্তিকে, এই ব্রাহ্ম লগ্নে, স্বপ্নের বহ্নি-জ্বলা দিগন্তে।

সমবেত বৈতালিকের মুহূর্ত— তাই উদাত্তের আবাহনে এসো, আমার সঙ্গে বল সুবিমল সবিতা, পৌঁছে-যাওয়া গ্রাম, আমরা তোমায় আলিঙ্গন করি, ভালোবাসি।

## আমি এসে পড়লাম

আমি এসে পড়লাম বলে। দরজায় আলপনা দেবে বলেছিলে, ঘর গুছোবে—সেই শেষবার যখন দেখা হয়, রাত্রির পথে বিদায় নিই বিধুর সূর্যাস্তের অন্য এক গ্রামে— গুছিয়েছ কি ?

অতিথি-অভ্যাগতরাও এসেছেন তো ? পান-গোলাপজল তৈরি ? ফুলদানিতে ফুল ? আশা করি সানাই-এরও বন্দোবস্ত করেছ।

আমি এসে পড়লাম বলে, ধূলোয়-কাদায় মাখা পা দুটো আমার হন হন চলে— আরেকটু গেলেই পাব মিত্তিরদের সেই প্রথম লাল বাড়িটা ডান হাতে, অল্প পরেই বাঁ দিকে মোড় ও শুরু দুধার দেওদারের সারি, ও তার একটু পরেই···কী আনন্দ বল তো ?

সযত্নে বহন করি যা চেয়েছিলে, যার জন্য পাড়ি দিই সুদীর্ঘ নিশীথিনী : মাটির পাত্রে-ভরা বহু বেদনার্ত মানুষের ভালোবেসে-দেওয়া কিছু জল, ভোরের সূর্য-ছোঁওয়া সেই সরোবরের কাকচক্ষু কিনার হতে— ও যে-জলে প্রতিধ্বনি সমস্ত ফেরার পথের, কত নিসর্গের, আমার হাঁটার ছন্দের।

বেশি নেই, তবু যাঁরা এসেছেন, ধন্য করেছেন, সকলকে এক-এক ফোঁটা পরিবেশনের পরেও থাকবে উদ্বৃত্ত।

## গৃহপ্রবেশ

এখনো নিশ্বাস স্থির নয় আমার, তার উপর অবশেষে এই পৌঁছানো, কত স্বপ্নের গ্রামের নামাংকিত ফলক পেরিয়ে যাওয়া প্রথম আলোয়, অঙ্গে অঙ্গে কিশোরীর লজ্জার মত অরুণাভ হাওয়া প্রভাতের—

শেষে এই কুটিরের মাদুর-বিছানো অভিনন্দন, মন কেবলই বলে, পৌঁছোলাম পৌঁছোলাম।

তাই যেহেতু ভাবেও তো কম বিহ্বল নই, বন্ধুগণ, হে বীরবৃন্দ, আমাকে দাঁড না করালেই পারতেন। তবু উঠেছি যখন, ক্ষমা করবেন যদি কথা আটকে যায়, যদি ভুল বকি।

সান্ত্বনা শুধু, লৌকিকতা তো নেই, আমরা প্রত্যেকেই একে অন্যের দোসর জন। তা ছাড়া সারা রাত্রির পথের বেদনা আপনাদেরও পায়, এই পেয়ালা-উপচে-পডা ভোরে-গানে-আলোয়-প্রাণের নিবিড় মাদকতায় আপনারাও সমানই বিভোর।

গ্রামের কথা এখনো জানি না— পৌঁচেছি মাত্র, সব দেখব, ধীরে সুস্থে—কাল রাতের কথা জানি। অতীত সে-রাত বন্ধুগণ, অশেষ পথেরও শেষ, জয়ী আমরা পাতা ওল্টাই। আপনার বড চোট লেগেছিল, নয়? একটু অপেক্ষা ভাই, শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করছি— হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিকেই বলব, রাতের চলায় আপনার পার্শ্ববর্তিনী।

এবার এ-গ্রামে আমাদের বসতি হবে— কলাগাছ কুটিরের বাগানে, আঙিনায় শিশুদের দাপাদাপি। কখনো কেন শুনিনি এ-সব কথা, নিজেদেরও বলিনি— বলতে কী ভালো লাগছে বলুন তো? কিন্তু আর কথা নয়,

জানি আপনারা সকলে তৃষ্ণার্ত, ইদারার স্নিগ্ধ কাকচক্ষু জল অফুরন্ত, আমাদেরই প্রতীক্ষায়। তার আগে আসুন, কে হোতা হবেন এই মহাযজ্ঞের,

গৃহপ্রবেশের মন্ত্রটি পড়ে দিন।